দশমঃ স্কন্ধঃ
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ।

১। যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো॥
২। যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ॥

১-২। **অন্বয় ঃ** শ্রীরাজা উবাচ—প্রভো! ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরি যেন যেন অবতারেণ [যানি যানি কর্ম্মাণি] করোতি [তানি অপি] নঃ (অস্মাকং) কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ (মনঃ প্রীতি করাণি চ ভবন্তি) যৎ শৃণ্বতঃ পুংসঃ অরতিঃ (মনোগ্লানি) বিতৃষ্ণা চ অপৈতি (অপগচ্ছতি) সত্ত্বং চ (চিত্তং চ) অচিরেণ শুদ্ধতি হরৌ ভক্তিঃ তৎপুরুষে (ভক্তে চ) সখ্যং, তৎ এব হারং মন্যসে চেৎ বদ।

১-২। **মূলানুবাদ ঃ** রাজা পরীক্ষিত বললেন—হে প্রভো! ভগবান্ শ্রীহরি ঈশ্বর যে যে অবতারে যে যে লীলা করেন, সে সমস্ত লীলাই আমাদের কর্ণরম্য ও মনোজ্ঞ। তথাপি তার মধ্যে যা শ্রবণ করলে মনুষ্যমাত্রেরই অচিরে ভগবৎ কথায় অপ্রবৃত্তি ও বিতৃষ্ণা দূর হয়ে যায়, চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শ্রীহরিতে প্রেমভক্তি ও বৈষ্ণবমাত্রেই অহৈতুকী সখ্য হয় সেই লীলা বলুন, যদি আপনার অভিপ্রেত হয়।

১-২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** যেনেতি যুগ্মকম্। তত্র চ গোবিন্দে লভতে রতিম্' (শ্রীভা০ ১০।৬।৪৪) ইত্যুক্ত্যা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যশেষসাধনানাং পরমফলরূপায়াঃ শ্রীভগবদ্রতেঃ সিদ্ধিং বাল-চরিতারম্ভাদেব শ্রুত্বা স্বস্যাপি তদুদ্দীপনমনুভূয় জাতপরমানন্দঃ সন্ পরমৌৎসুক্যেন কদাচিৎ কথান্তরাপাতা-শঙ্কয়া তাদৃশতচ্চরিতান্তরমেব প্রষ্টুমাদৌ তদীয়াশেষবতারচরিতান্যভিনন্দতি—যেনেতি। ভগবানিত্যাদি-পদত্রয়েণ তৎকর্ম্মণামপি ক্রমেণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তত্বং তথাশেষদোষদুঃখহরত্বম্ অন্তর্ব্বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিহরত্বঞ্চ, তথা-বশ্যসেব্যত্বম্, অন্যথা দণ্ডকর্ত্তৃত্বমপ্যভিপ্রেতম্। কর্ণরম্যত্বেন শব্দস্যৈব তাদৃশমাধুরীময়ত্বং ধ্বনিতং, মনোজ্ঞত্বে-নার্থস্য চ ইতি। প্রভো হে সর্ব্বশক্তিযুক্তেতি সর্ব্বমস্মাকমিন্দ্রিয়বৃত্তিবৃত্তং ত্বয়া জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ।

পিপৃক্ষিতমাহ—যচ্ছৃণ্বত ইতি। অরতিঃ শ্রবণাদৌ মনোঽপ্রবৃত্তিঃ, প্রবৃত্তৌ চ সত্যাং বিবিধা তৃষ্ণা, সত্ত্বং চিত্তং শুধ্যতি, দুর্ব্বাসনাক্ষয়েণ নৈর্ম্মল্যাদ্রসগ্রহণসমর্থং ভবতি; অচিরেণেত্যস্য সর্ব্বৈরপ্যন্বয়ঃ;

অন্যৈশ্চিরেণৈব তত্তৎসিদ্ধেঃ। হরৌ ব্রজস্থ মম তব চ মনোহরে ভগবতি ভক্তিঃ প্রেমা, তস্য পুরুষে ভক্তজনে ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। এতচ্চাল্পবুদ্ধিরহং মন্যে, কিন্তু মমাপি তত্র দৃঢ়তা তব মহাবুদ্ধেরভ্যুপগমাদেব স্যাদিত্যাহ —যদি ত্বং মন্যসে, তদা বদ, পরমবিনয়োক্তিরিয়ম্। যদ্বা, পুনরধুনাপি গুপ্তং ন করোষীত্যর্থঃ, সবিনয়-নর্ম্মোক্তিরিয়ম্॥ জী০ ১-২॥

১ ২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ষষ্ঠের শেষ শ্লোকে বলা হল—পূতনা-মোক্ষণ লীলা শুনলেই যে কোনও ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও পরে ক্রমশঃ রতিলাভ হয়। এই উক্তি দ্বারা শ্রবণকীর্তনাদি অশেষ সাধনের পরম ফলরূপ শ্রীভগবৎরতির সিদ্ধির কথা বাললীলা আরম্ভেই শুনে নিজেরও সেই উদ্দীপন অনুভব হওয়াতে পরমানন্দিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিত পরম ঔৎসুক্যের সহিত কদাচিৎ কথান্তর এসে পড়ে, এই আশঙ্কায় তাদৃশ অপর কৃষ্ণচরিত্রই জিজ্ঞাসার্থে প্রথমেই তদীয় অশেষ অবতারের লীলাবলীকে প্রশংসা মুখে অনুমোদন জানাচ্ছেন যথা—যেন ইতি। ভগবান্-হরি-ঈশ্বর এই পদত্রয়ের দ্বারা তাঁর এইরূপ বুঝানোই অভিপ্রেত, যথা—এই লীলাবলীও ক্রমানুসারে সর্বৈশ্বর্যযুক্ত, জীবের অশেষ দুঃখহর ও অন্তর্বহি ইন্দ্রিয়বৃত্তি হর, তথা এই লীলাবলী অবশ্য সেবা করা উচিত, ইহাই বিধি—বিধি অমান্যে দণ্ড-বিধানের কর্তৃত্বও এই লীলাবলীরই। **প্রভো**—হে সর্ব ঐশ্বর্যযুক্ত, এইরূপ ধ্বনি—হে প্রভো আপনি সর্বৈশ্বর্য-যুক্ত কাজেই আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভাব সব কিছুই আপনি জানেন।

অরতিঃ- শ্রবণাদিতে মনের অপ্রবৃত্তি—প্রবৃত্তি হলেও বিবিধ তৃষ্ণা যা প্রতিবন্ধক হয়ে এসে দাঁড়ায় (তা দূরিভূত হয় লীলাশ্রবণে)। **সত্ত্বং**—চিত্ত। **শুধ্যতি**—শুদ্ধ করে। দুর্বাসনা ক্ষয়ে চিত্ত নির্মল হওয়ার দরুণ রস গ্রহণে সমর্থ হয়। **অচিরেণ**—কৃষ্ণলীলা শ্রবণে ঝটিতি এই সব সিদ্ধি হয়। অন্য অব-তারের লীলা শ্রবণে সেই সেই সিদ্ধি হতে বিলম্ব হয়। **হরৌ**—আমার এবং আপনার মনোহর ব্রজের ভগবানে অর্থাৎ কৃষ্ণে **ভক্তি**—প্রেমা, আর তাঁর জনে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তজনে সখ্য জন্মে। অল্পবুদ্ধি আমি তো এই রূপই মনে করি, কিন্তু আমার এ বিষয়ে দৃঢ়তা হয়, যদি ইহা মহাবুদ্ধি আপনার দ্বারা স্বীকৃত হয় - যদি আপনিও এইরূপ মনে করেন তবে বলুন—ইহা শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের পরম বিনয়োক্তি। অথবা পুনরায় অধুনাও আমার এই অন্তিমকালে আর গোপন করে রাখবেন না—ইহা সবিনয় নর্মোক্তি॥ জী০ ১-২॥

১-২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্নাতঃ সুপ্তোত্থিতঃ কৃষ্ণঃ সপ্তমেঽহন উদক্ষিপৎ। তৃণাবর্ত্ত মহন্নাস্যে বিশ্বং মাতরমৈক্ষয়ৎ॥ রদচ্ছদ বলং ব্যাক্তং পূতনা স্তনচূষণে। শকটেঽঙ্ঘ্রি বলং পাণ্যোস্তৃণাবর্ত্তবধে বলং। বিশ্বরূপদ্বয়ে তাবদৈশ্বর্য্যং নিজ মাতরি। এবমাদি মমৈশ্বর্য্যং যুগ্মং বাল্যে প্রদর্শিতম্॥ অহো ভগবদবতারান্তর-লীলামাত্রস্যাপ্যস্মন্মনোহরত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলা মামতি লোভয়ত্যতস্তামেব ব্রূহীত্যাশয়েনাহ যেন যেন মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি যানি কর্ম্মাণি করোতি তান্যপি নঃ কর্ণাভ্যাং রম্যাণ্যাস্বাদ্যানি মনোজ্ঞানি মনোপ্যা-নন্দয়িতুং জানন্ত্যেব কিন্তু তেষ্বপি মধ্যে যৎ শৃণ্বতঃ পুংসঃ পুংমাত্রস্যাপি অরতিঃ শ্রবণাদাবপ্রবৃত্তিরপৈতি

নশ্যতি অনর্থ নিবৃত্ত্যা নিষ্ঠোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ বিতৃষ্ণা তত্র তৃষ্ণাভাবঃ অপৈতি রুচ্যুৎপত্ত্যা আকাঙ্ক্ষা জায়তে ইত্যর্থঃ। ততশ্চ সত্ত্বং চিত্তং শুদ্ধ্যতি দুর্ব্বাসনা নিবৃত্ত্যা ভক্তিরসাস্বাদ সমর্থং ভবতি। যথা পৈত্তিক-রোগ নিবৃত্ত্যা রসনা সিতামাধুর্য্যগ্রহণসমর্থা স্যাৎ আসক্ত্যুৎপত্ত্যা রতির্জায়তে ইত্যর্থঃ। অচিরেণেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ততশ্চ ভক্তিঃ প্রেমা স্যাৎ তৎপুরুষে বৈষ্ণবে সখ্যমিতি যদ্যপি ভক্ত্যারম্ভত এব বৈষ্ণবে সখ্যং বিহিতং তদপি প্রেম্নি সত্যেব বৈষ্ণবমাত্রে নিরুপাধিকং সখ্যং ভবেদিত্যত্রৈবোক্তম্ হারং হরেশ্চরিতং শ্লেষেণ হারমিব হৃদয়ে ধার্য্যম্। যদ্যপি ভগবচ্চরিতমাত্রস্যাপ্যরতি নিবৃত্ত্যাদি প্রেমান্তবস্তু প্রাপণে সামর্থ্যমস্ত্যেব তদপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যাদি চরিতমচিরেণৈব তত্তৎ প্রাপয়তীত্যত্রৈবোক্তম্। মন্যসে চেদিতি। যদি তবৈতৎ সম্মতং স্যাদিতি ভাবঃ॥ বি০ ১-২॥

১-২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সপ্তমে কৃষ্ণের বাল্যলীলায় এইসব ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়েছে, যথা—স্নানের পর শকটের নীচে শয়ন—নিদ্রাভঙ্গ ও শকট ভঞ্জন—তৃণাবর্ত বধ—মাতার পুত্রমুখগহ্বরে বিশ্বদর্শন—পূতনার স্তনচূষণে বিম্বাধরের বল—শকটভঞ্জনে অঙ্ঘ্রি বল—তৃণাবর্তবধে ভুজবল প্রকাশন—বিশ্বরূপদ্বয়ে মাতাকে নিখিল ঐশ্বর্য প্রদর্শন।

রাজা পরীক্ষিত বলছেন—অহো অপর ভগবদবতার সকলেরও লীলামাত্রের আমার মনোহারিতা গুণ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আমাকে অতিশয়রূপে লুব্ধ করে, অতএব সেই লীলাই বলুন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**যেন যেন**। মৎসাদি অবতারেও যে যে কর্ম কৃত হয়, তাও আমাদের **কর্ণরম্যাণি**—কর্ণকে আস্বাদন দিয়ে থাকে এবং **মনোজ্ঞানি**-মনকে আনন্দিত করে। কিন্তু তা হলেও **যৎ শৃন্বতঃ পুংসঃ**—যা শ্রবণ করে যে কোন লোকেরই **অরতি**—শ্রবণে অপ্রবৃত্তি **অপৈতি**-নাশ প্রাপ্ত হয়—অনর্থের নিবৃত্তি করে দিয়ে নিষ্ঠা উৎপাদন করে। অতঃপর **বিতৃষ্ণা**—সেই লীলায় যে তৃষ্ণার অভাব, তা নাশ করে রুচি উৎপাদন করে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। অতঃপর **সত্ত্বং শুধ্যতি**—চিত্ত শুদ্ধি করে—দুর্বাসনা নিবৃত্ত হয়ে যায়— ক্তিরস আস্বাদন-সামর্থ্য হয়, যেমন নাকি পিত্তরোগ নিবৃত্ত হয়ে যাওয়ার পর জিহ্বা মিছ্রিখণ্ডের মধুর্য গ্রহণে সমর্থ হয়। অতঃপর আসক্তি জন্মায় ও তৎপর রতির উদয় করায়। **অচিরেণ**—ঝটিতি একটির পর একটি স্তরের উত্তারণ হয়—অতঃপর **ভক্তিঃ**—কৃষ্ণ প্রেমার উদয় হয়। তৎপর **তৎ-পুরুষে**—বৈষ্ণবে সখ্য—ভক্তির আরম্ভ থেকেই বৈষ্ণবে সখ্য বিহিত, তা হলেও প্রেম জাত হলেই বৈষ্ণব মাত্রে অহৈতুকী সখ্য হয়, সেই জন্যই এখানে এইরূপ বলা হয়েছে। **হারং**—হরির লীলা। অথবা, হারের মতো করে যা হৃদয়ে ধারণ করা উচিত সেই বাললীলারূপ হার।

যদিও শ্রীভগবানের লীলামাত্রই শ্রবণে অপ্রবৃত্তি দূর করে ক্রমে প্রেম প্রাপ্তি করিয়ে শ্রীভগবৎ-দর্শন ও মাধুর্য আস্বাদন দানে সমর্থ। তা হলেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা **অতি শীঘ্র**—অবশ্য সেই সেই বস্তু প্রাপ্তি করাতে সমর্থ। এই জন্যই আরও বলতে প্রার্থনা করছি আপনার অভিপ্রেত হয়তো বলুন। [মন্তব্য ঃ নামাপরাধরূপ অনর্থ একমাত্র নামকীর্তনেই যায়—'নামান্যেব হরন্ত্যঘম্'। তবে যে এখানে বলা হল শ্রীভাগবত লীলা শ্রবণে সমস্ত অনর্থ দূর হবে, এর তাৎপর্য কি ? এর উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতেই পাওয়া যায়,

৩। অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ॥

৩। অন্বয় ঃ অথ মানুষং লোকম্ আসাদ্য (মর্ত্ত্য লোকম্ অবতীর্য্য) তজ্জাতিং (মনুষ্যজাতিং) অনুরন্ধতঃ (অনুকুর্ব্বতঃ) কৃষ্ণস্য অন্যং অপি অদ্ভুতং তোকাচরিতং (বাল্যলীলাং বদ)।

৩। মূলানুবাদ ঃ মনুষ্যজাতির অনুরোধে মর্তলোকে অবতরণ পূর্বক কৃষ্ণ অন্যান্য যে সব অদ্ভুত বাললীলা করলেন, তাও দেরী না করে অতঃপর বলুন।

যথা - ভা॰ ১।৫ ১১ "নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে, নামবিজৃম্ভিত লীলারস যা নামেরই সমান শক্তিতে মাধুর্যে। তাই নামে যে কাজ হয়, তা এই লীলারস পানেও হয়।॥বি॰

৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ কীদৃশং তত্তব চিত্তস্থং হরিম্? তত্রাহ—অথেতি, অথানন্তরমেব, ন তূপোদ্ঘাতাদিনাপি ব্যবধানেন শ্রীকৃষ্ণস্য লীলামাধুরীভিশ্চিত্তাকর্ষকস্য তোকাচরিতমেব বদেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। তদেবং স্বচমৎকারে হেতুমাহ—অদ্ভুতং রূপগুণবিলাসলীলাচাতুরীভিঃ ক্বচিত্তদনুগতদুরূহৈশ্বর্য্য মিলনেন চ বিস্ময়াবহং, তচ্চাস্মান্মনুষ্যানেব কৃপয়িতুং প্রকটিতমিত্যাহ—মানুষং লোকমাসাদ্য মর্ত্তলোকেঽবতীর্য্য তজ্জাতিমপি স্বলীলয়াত্মসাৎ কুর্ব্বতঃ স্বাভেদেন ব্যবহরত ইত্যর্থঃ॥ জী॰ ৩॥

৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ হে রাজা পরীক্ষিত, তোমার চিত্তস্থ সেই হরি কিরূপ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—অথ ইতি। **অথ**—অনন্তর। আমার অন্তরস্থ শ্রীহরি ব্রজের কৃষ্ণ—উপক্রমাদি দ্বারাও দেরী না করে সেই শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ লীলামাধুরী দ্বারা চিত্তাকর্ষক সেই হরির বালচরিত বলুন। এই লীলার চমৎকারিতার হেতু বলা হচ্ছে—**অদ্ভুতং**—রূপগুণবিলাসলীলাচাতুরী দ্বারা, আবার কখনও অনুগত দুরূহ ঐশ্বর্য মিলনে বিস্ময়াবহ। তাও আমাদের মতো মানুষের উপর কৃপাবর্ষণের জন্যই প্রকাশ করা হয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**মানুষং লোকমাসাদ্য**—মর্ত লোকে অবতীর্ণ হয়ে **তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ**—মনুষ্য জাতিকেও নিজ লীলাদ্বারা আত্মসাৎ করত নিজের সহিত অভেদে ব্যবহার করত, এরূপ ভাব॥ জী॰ ৩॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অত্যোৎসুক্যেন তদেব পুনঃ স্পষ্টয়তি। অথেতি তজ্জাতিং মানুষজাতিং অনুরুন্ধত ইতি মানুষ জাত্যনুরোধেনৈব ভূর্লোকে প্রাকট্যং নতু দেবাদি জাত্যনুরোধেন দেবাদি লোক ইতি দেবাদিভ্যোঽপি মানুষাণাং সৌভাগ্যং দ্যোতিতম্॥ জী॰ ৩॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহারাজ পরীক্ষিত অতি ঔৎসুক্য হেতু সেই কথাই পুনরায় স্পষ্ট করে বলছেন—অথঃ ইতি। **তজ্জাতি মনুরুন্ধতঃ ইতি**—মনুষ্যজাতির অনুরোধ ক্রমেই এই ভুলোকে প্রাকট্য, দেবাদি জাতির অনুরোধে দেবাদি লোকে প্রাকট্য নয়। এইরূপে দেবাদি থেকে মনুষ্য জাতির সৌভাগ্য প্রকাশ করা হল॥ বি॰ ৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

৪। কদাচিদৌত্থানিক কৌতুকাপ্লবে জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈশ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী॥

৪। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—কদাচিৎ ঔত্থানিক কৌতুকাপ্লবে (শিশোস্তির্য্যক্ শয়ন সামর্থ্যোদ্গমোৎসবস্নান দিনে) জন্মর্ক্ষযোগে (রোহিণী নক্ষত্রেণাপি যোগে) সতী (যশোদা) সমবেত যোষিতাম্ বাদিত্র গীত দ্বিজমন্ত্র বাচকৈঃ সূনোঃ (পুত্রস্য) অভিষেচনং (অভিষেক কার্য্যং) চকার।

৪ **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—নন্দনন্দনের তিনমাস বয়সে যখন তাঁর অঙ্গ পরিবর্তন উৎসব দর্শনের জন্য ব্রজবাসিগণ কৌতূহল সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন ঠিক সেই সময়েই আবার বালকের জন্মনক্ষত্রও এসে মিলিত হল; যশো মা তখন ব্রজপুর স্ত্রীগণের সহিত মিলে নানাবিধ বাদ্যগীত ও ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রপাঠ সহযোগে শিশুর অভিষেক কর্ম নিষ্পন্ন করলেন।

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** শ্রীশুকদেবোঽপি তদুক্তমেবানুমোদমানঃ ক্রমপ্রাপ্তাং বাল্যলীলামেব কথয়তি—কদাচিদিত্যাদিনা। কদাচিন্মাসত্রয়ঃ এব বয়ঃপ্রাকট্যসময়ে—'ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ' (শ্রীভা০ ২।৭।২৭) ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ, তত্রৈব 'জন্মর্ক্ষযোগে' (শ্রীভা০ ১০।৭।৪) ইতি নাক্ষত্রমাসোঽভিপ্রেতঃ, তত্রৈব চ দৈবাদৌত্থানিকং যৎ কৌতুকং বৃত্তং তস্যাপ্লবে ব্যক্তৌ সত্যাম্ ঔত্থানিকং বহির্নিষ্ক্রমণমিতি কেচিৎ, তত্তু চিন্ত্যম্—চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রম ইতি স্মৃতেঃ, তত্র চ সাবনমাসগ্রহণাৎ। সূনোরিতি তদেকপুত্রায়াস্তস্যাঃ স্নেহভরেণ তন্মহোৎসবে পরমাং শক্তিং বোধয়তি। সতী সর্ব্বকর্ম্মসু এবোত্তমা ইত্যর্থঃ। স্ত্রীপ্রধানকর্ম্মত্বাদস্যা এব কর্তৃত্বমুক্তম্, ন তু প্রাগ্বৎ শ্রীনন্দস্য॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেবও রাজার উক্তি অনুমোদন করে কৃষ্ণের বাল্যলীলাই ক্রমানুসারে বলতে আরম্ভ করলেন—কদাচিৎ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। **কদাচিৎ**—তিনমাস বয়স হলে। এই বয়সের প্রমাণ—ভা০ ২।৭ ২৭—"তিনমাসের শিশুর কোমল পদঘাতেই শকট বিপর্যস্ত হল।" এই সময়েই **জন্মর্ক্ষযোগে**—এই পদের লক্ষ্য হল 'নাক্ষত্র মাস' (নক্ষত্র অহোরাত্র গণনায় যে মাস) এই সময়েই দৈববশে ঔত্থানিক (শিশুর গাত্রোত্থান সম্বন্ধীয়) কৌতুক ব্যাপার প্রকাশিত হলে—কেউ কেউ 'ঔত্থানিক' পদের অর্থ করেন বাইরে নিষ্ক্রমণ। কিন্তু এ অর্থে সিদ্ধান্ত বিরোধ এসে যায়—স্মৃতিতে আছে 'চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রম'। **সূনো**—মা যশোদার এই একটিই মাত্র পুত্র, তাই স্নেহভরে এই মহোৎসবে তাঁর পরমশক্তি বুঝা যাচ্ছে এই 'সূনো' পদে। অর্থাৎ সকল কর্মেই তার পারদর্শিতা দেখা যাচ্ছে। এই সকল কর্ম স্ত্রীপ্রধান বলে যশোমারই এখানে কর্তৃত্ব, পূর্বের মতো শ্রীনন্দের নয়॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কদাচিন্মাসত্রয় বয়সি সতি "ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোপবৃত্তঃ" ইতি দ্বিতীয়োক্তে। মাস্যস্য চরণাবুদগিত্যত্র তু মাসাস্ত্রয়ঃ পরিচ্ছেদকা যস্য ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। উত্থানমুত্তানশায়িনঃ শিশোস্তির্য্যক্ শয়নসামর্থ্যোদ্গমঃ। তত্র ভবে কৌতুকাপ্লবে তদ্দ্রষ্টুং ব্রজবাসিনাং কুতূহলসমুদ্র নিমজ্জনে

৫। নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃ স্রগভীষ্টধেনুভিঃ সঞ্জাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ॥

৫। অন্বয় ঃ নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং অন্নাদ্যবাসঃ স্রক্ অভীষ্ট ধেনুভিঃ সুপূজিতৈঃ বিপ্রৈঃ [কৃষ্ণস্য] কৃতস্বস্ত্যয়নং (কৃত মঙ্গলকার্য্যং সঞ্জাত নিদ্রাক্ষং (সঞ্জাতনিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং) শনৈঃ অশীশয়ৎ (শায়িতং চকার)।

৫। মূলানুবাদ ঃ নন্দপত্নী শিশুকে স্নান করিয়ে বসন ভূষণ তিলকাদিতে সাজিয়ে দেওয়ার পর অন্ন-বসন-মাল্য-প্রিয়ধেনু দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পূজিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তয়ন কর্ম সম্পন্ন হল। এই অবসরে বালক নিদ্রাবেশে ঢুলু ঢুলু নয়ন হয়ে পড়লে তাঁকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেওয়া হল, আঙ্গিনার একদিকে শকটের নীচে।

সতীত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব দিনে জন্মর্ক্ষস্যাপি যোগে সতি সমবেত যোষিতাং মিলিতপুরস্ত্রীণাং বাদিত্রাদিভিঃ শোভিতং অভিষেচনং যশোদা চকার॥ বি॰ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কদাচিৎ—শিশুর বয়স তিন মাস হলে—দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, 'তিনমাস বয়স কালে শকট ভঞ্জন হল।' **ঔত্থানিক্**—উত্থান সম্বন্ধে—চিৎ হয়ে শোয়া শিশুর পাশ ফিরে শোয়ার সামর্থ্য উদ্গম। এই সামর্থ্য হলে **কৌতুকাপ্লবে**—তা দেখবার জন্য ব্রজবাসিগণ কুতূহল-সমুদ্রে নিমজ্জিত হলে জন্মর্ক্ষ যোগে সেই দিনই জন্মনক্ষত্র রোহিণীর যোগ হলে—**সমবেত যোষিতাম্**—মিলিত ব্রজস্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে মা যশোদা নানাবিধ বাদ্যগীত ও যথাবিধ ব্রাহ্মনদের মন্ত্রপাঠের সহিত শিশুর অভিষেক কর্ম নিষ্পন্ন করলেন॥ বি॰ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ নন্দস্য পত্নীতি—তদ্বদৌদার্য্যং তত্র তস্যানুমতিঃ সাহচর্য্যঞ্চ সূচিতম্, কৃতং তয়া গোপীভিশ্চ মজ্জনাদিকং যস্য সঃ, তম্, আদিশব্দাদ্গোরোচনাতিলকবেশাদি, পূর্বোক্তো-ঽভিষেকোঽপ্যত্রান্তর্ভাব্যতে। স্বস্ত্যয়নং স্বস্তিবাচনাদিমঙ্গলকর্ম্ম, অন্নাদ্যং অন্নং তদুপকরণঞ্চ, আজ্যমিতি কেচিৎ। স্রগ্ রত্নাদিমালাঽভীষ্টম্ আত্মনো বিপ্রাণাং বা যস্য যৎ প্রিয়ং দ্রব্যং, ধেনুবিশেষণং বা, শনৈরিতি সুকুমারতয়া নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়া চ॥ জী॰ ৫॥

৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নন্দস্য পত্নীতি—নন্দের মতো উদারতা এবং নন্দের অনুমতি ও সাহচর্য সূচিত হল, এই বাক্যে। **কৃতমজ্জনাদিক্**—যশোমা এবং অন্যান্য গোপীদের দ্বারা স্নান করানো হল যাকে, সেই শিশুকে শুইয়ে দেওয়া হল। 'আদি' শব্দে গোর না তিলকবেশাদি—পূর্বোক্ত অভিষেকও এখানে অন্তর্ভুক্ত বলে ধরতে হবে। **স্বস্ত্যয়নং**—স্বস্তিবাচনাদি মঙ্গল কর্ম। **অন্নাদ্যং**—অন্ন এবং তার সহিত অন্যান্য উপকরণ। **স্রগভীষ্টধেনুভিঃ**—'স্রগ্' রত্নাদি মালা। 'অভীষ্টং' নিজের এবং বিপ্রগণের যার যা প্রিয় দ্রব্য। অথবা, অভীষ্ট পদটি ধেনুর বিশেষণ। **শনৈঃ**—সুকুমারতা হেতু নিদ্রা-ভঙ্গ ভয়ে আস্তে আস্তে॥ জী॰ ৫॥

৬। ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্বৈ রুদিতং সুতস্য সা রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ॥

৬। অন্বয় ঃ ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা (ঔত্থানিকোৎসবেন আগ্রহান্বিতং মনো যস্যাঃ সা) মনস্বিনী (প্রশান্ত হৃদয়া) সমাগতান্ ব্রজৌকসঃ পূজয়তী সা সুতস্য রুদিতং (ক্রন্দনং) ন এব অশৃণোৎ বৈ স্তনার্থী রুদন্ [সঃ] চরণৌ উদক্ষিপৎ (ঊর্দ্ধং ক্ষেপয়ামাস)।

৬। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর গাত্রপরিবর্তন উৎসবে কর্ম সুসমাধানের জন্য ঔৎকণ্ঠা-ব্যগ্রতায় আকুলমনা পরমোদার মা যশোদা সমাগত ব্রজবাসিগণকে যখন বস্ত্র-আভরণাদি দ্বারা সম্মান করছিলেন, সেই সময়ে শিশু ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠল। মা একটুও শুনতে পেলেন না। কাঁদতে কাঁদতে স্তনার্থী পুত্র চরণযুগল মুহুর্মুহু ঊর্ধ্বে ছুঁড়তে লাগল।

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অন্নাদিভিরন্নাদি দানেন সুষ্ঠু পূজিতৈর্বিপ্রৈঃ কৃতমঙ্গলম্। সংজাতা-নিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং বালং কৃষ্ণং শনৈরিতি নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়া ক্রোড়ে নিষ্পন্দং ধৃত্বৈব স্বয়মপি শয়িত্বা অশী-শয়ৎ। বৃহৎ প্রাঙ্গণৈকদেশস্থস্য শকটস্যাধস্থিতে পল্যঙ্কে নিশ্চলং নিঃশব্দঞ্চ শায়য়ামাস। ততশ্চ নিদ্রাপূর্ত্তিং জ্ঞাত্বৈব স্বয়মুত্তস্থাবিতি শনৈঃ পদেনৈব দ্যোতিতং জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিপ্রৈ সুপূজিতৈঃ—অন্ন বস্ত্রাদি দানে সুষ্ঠুভাবে পূজিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা মঙ্গল কার্য নিষ্পন্ন হল। **সঞ্জাত নিদ্রাক্ষম্**—নিদ্রাবেশে ঢুলুঢুলু নয়ন বালকৃষ্ণকে শয়ন করালেন। **শনৈঃ ইতি**—নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নিষ্পন্দ ভাবে কোলে ধরে নিজেও শুয়ে পড়ে বৃহৎ প্রাঙ্গ-নের একদেশস্থ শকটের নীচে স্থাপিত পালঙ্কে নিশ্চল ও নিষ্পন্দভাবে শুইয়ে দিলেন। এর থেকে আরও বুঝা যাচ্ছে, মা যশোদা জানতেন শিশুর নিদ্রাপূর্তি হয়ে গিয়েছে, নিজে নিজেই উঠে পড়তে পারে, তাই ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলেন, 'শনৈঃ' পদের এরূপই ধ্বনি এখানে॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অশ্রবণে হেতুঃ—মনস্বিনী পরমোদারচিত্তেত্যভ্যাগত-পূজায়াং শ্রদ্ধা দক্ষতা সাবধানতা চোক্তা। তথৌত্থানিকে পরমোল্লাসময়পুত্রোৎসববিশেষে ঔৎসুক্যং কর্ম্মসাঙ্গ-তার্থমুৎকণ্ঠা বৈয়গ্র্যং যস্য তথাভূতং মনো যস্যাঃ তথাভূতা চ সতী সমাগতান্ সর্ব্বানেব ব্রজবাসিনো জনান্ গন্ধমাল্যাভরণাদিভিঃ পূজয়ন্তীতি। অতো যে চ বক্ষ্যমাণা বালাস্তত্র আসংস্তে তয়া পুত্রপার্শ্বে রক্ষিতা এব প্রায়শো ভবেয়ুরিতি জ্ঞেয়ম্; এবকারেণ কিঞ্চিদপি শ্রবণং প্রত্যাখ্যাতম্। বৈ নিশ্চয়ে। তেন চ সত্যমেত-দিতি সশপথং তদেব দৃঢ়ীকৃতম্, অন্যথা শেষকৃত্যপরিত্যাগেনাপ্যবশ্যমাগতা স্যাদিতি ভাবঃ; স চ রোদনেনাপি মাতরমপ্রাপ্য স্তনার্থী সন্ রুদন্নেব চরণাবূর্দ্ধং মুহুরুৎক্ষিপ্তবানিতি—বাল্যলীলাসৌষ্ঠবমুক্তম্। 'শকটাসুরভঞ্জনঃ' ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তানুসারেণ শকটাবিষ্টস্য দৈত্যস্য বধার্থমিতি লভ্যতে। তচ্চানুষঙ্গিকমেব ভবতু, শ্রীভগ-বচ্চরিতস্য স্বভাবত এব সর্ব্ব-সমাধানশক্তিময়ত্বাৎ, রোদনঞ্চ মাতুঃ স্তন্যপানার্থং, স্তনার্থীত্যুক্তেঃ। অস্য

তন্মনঃস্থভাবস্য মুনীন্দ্রেণানুস্মরণাদ্যথার্থমেব বচনম্, তচ্চ তদ্বাৎসল্যবশ্যতাময়বাল্যলীলাবেশেন জ্ঞেয়ম্। ভক্তভাববশ্যত্বাৎ, 'লোকবল্লীলাকৈবল্যাচ্চ' (শ্রীব্র সূ ২।১।৩৩) ইতি সিদ্ধান্তঃ॥ জী॰ ৬॥

৬। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ জেগে উঠে শিশু কাঁদতে লাগল—মা শুনতে পেলেন না। অশ্রবণে হেতু—**মনস্বিনী**—তিনি পরম উদার চরিত, এইরূপে অভ্যাগতজনদের পূজাতে তাঁর শ্রদ্ধা, দক্ষতা, সাবধানতা বলা হল। **ঔত্থানিকৌৎসুকমনা**—তথা 'ঔত্থনিকে' পরম উল্লাসময় পুত্রোৎসব বিশেষে 'ঔৎসুক্যং' কর্ম যাতে ঠিক ঠিক মতো হয় তার জন্য উৎকণ্ঠা-ব্যগ্রতায় আকুলমনা হয়ে সমাগত সকল ব্রজবাসী-জনকে গন্ধমাল্য আভরণাদি দ্বারা পূজা করলেন। এই সব কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে মা ছোট ছোট বালকদের গোপালের কাছে রেখেছিলেন পাহারায়, যারা পরে ওত্থানকাব ব্যাপার সব বলেছিল। **নৈবাশৃণোদ্বৈ**—এখানে 'এব' কারের দ্বারা কিঞ্চিমাত্রও যে শোনা যায় নি, তাই বলা হল। **বৈ**—ইহা নিশ্চয়—এ কথা যে সত্য তা শপথের দ্বারা দৃঢ় করা হল। অন্যথা শেষকৃত্য ফেলে রেখেও তিনি অবশ্য চলে আসতেন পুত্রের কাছে, এইরূপ ভাব। গোপাল কেঁদেও মাকে না পেয়ে স্তনার্থী হয়ে কাঁদতে কাঁদতেই পদযুগল মুহুমুহু উপরের দিকে ছুঁড়তে লাগল। 'শকটাসুর ভঞ্জন'—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, শকটে আবিষ্ট দৈত্যের বধের জন্যই শকট ভঞ্জন করলেন ভগবান্ পায়ের আঘাতে। এ কথাটা আনুষঙ্গিক বলেই ধরা যাক্—কারণ শ্রীভগবৎচরিতের স্বভাবতঃ-ই সর্বসমাধান শক্তি আছে। এই রোদনও মায়ের স্তন পানের জন্যই—কারণ 'স্তনার্থী' এইরূপ উক্তি রয়েছে। গোপালের মনের এই-ভাব শ্রীশুকদেবের দ্বারা অনুভূত বস্তু বলে ইহা যথার্থ ই। গোপালের এই ভাবের হেতু—বাৎসল্যবশ্যতাময় বাল্যলীলা-অবিষ্টতা, ভক্তভাব-বশ্যতা এবং লোকবৎ লীলাকৈবল্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত॥ জী॰ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ঔত্থানিকে উৎসবে ঔৎসুক্যযুক্তং মনো যস্যাঃ সা মনস্বিনী বস্ত্রালঙ্কার-মাল্য গন্ধ চন্দন তৈল সিন্দূরাদিকং দদানা ব্রজৌকসো মহোৎসবাগত নারীঃ। নৈবেতি ব্রজস্ত্রীজন সম্মানন বচন প্রতিবচনাদ্যাবেশবশাদিত্যর্থঃ। স্তনার্থীতি নিদ্রান্ত এব ক্ষুধোদ্গমাদিতি ভাবঃ। মদীয় রোদন শব্দেন নাবদধাসি তিষ্ঠ ত্বদ্গৃহশকটস্ফোটন শব্দেনৈব ত্বামবধাপয়ানীতি মাত্রে কুপ্যন্নিব শকটভঙ্গার্থমেব চরণৌ উচ্চিক্ষেপেত্যুৎপ্রেক্ষা গম্যা॥ বি॰ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গাত্রপরির্তন-উৎসবে ঔৎসুক্যযুক্ত মনা মনস্বিনী যশোদা **সমাগতান্ ব্রজৌকসঃ**—মহোৎসবে আগত পুরস্ত্রীদের অলঙ্কার-মাল্যগন্ধ-চন্দন-তৈল-সিন্দুরাদি দানে ব্যস্ত ছিলেন বলে শিশুর ক্রন্দন শুনতে পান নি। **নৈব ইতি**—ব্রজস্ত্রীজনের সহিত কথোপকথনের আবেশে একেবারেই শুনতে পান নি। **স্তনার্থী**—ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর ক্ষুধার উদ্রেক হেতু স্তনার্থী। **চরণাবুদক্ষিপৎ**—আমার কান্নার শব্দে কান দিচ্ছ না—দাঁড়াও তোমার গৃহের শকট-ভাঙ্গার শব্দেই তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছি—এইরূপ মনের ভাব মাত্রেই যেন রাগের ভাবে শকট ভাঙ্গার জন্যই পদযুগল ঊর্ধ্বে ছুড়লেন॥ বি॰ ৬॥

৭। অধঃশয়ানস্য শিশোরনোঽল্পকপ্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্॥

৭। অন্বয় ঃ অধঃ শয়ানস্য শিশোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অল্পকপ্রবালমৃদ্ অঙ্ঘ্রিহতং (অত্যল্পপ্রমাণেন প্রবালতোঽপি মৃদুনা নবপল্লবাদপি সুকোমলেন চরণেন হতং) অনঃ (শকটং) ব্যত্যস্তচক্রাক্ষ বিভিন্নকূবরং (চক্রে চ অক্ষশ্চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্তা বিপর্য্যস্তাঃ যস্মিন্ তৎ বিভিন্নঃ কূবরো যুগন্ধরো যস্য তচ্চ তচ্চ) বিধ্বস্ত-নানারসকুপ্যভাজনং (বিধ্বস্তানি সুবর্ণরজতাতিরিক্তধাতুপাত্রানি যথা তথা) ব্যবর্ত্তত (বিবর্তিতং বভূব)।

৭। মূলানুবাদ ঃ শকটের নীচে শোয়ানো ক্রন্দনরত শিশুর ছোট ছোট প্রবালমৃদু চরণ স্পর্শে শকটখানি মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল বেগে। এতে শকটের চক্র অক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে গেল, জোয়াল ভেঙ্গে গেল, আর যত কিছু নানারসপূর্ণ কাসাতামাদি পাত্র ছিল, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অধো গৃহাদ্বহির্মহাশকটস্যাধস্তাদ্বাল-পর্য্যঙ্কিকায়াং শয়ানস্য অল্পকেনাত্যল্পপ্রমাণেন প্রবালতোঽপি মৃদুনা চ অঙ্ঘ্রিণৈকেন হতং হননমুদ্রয়া স্পৃষ্টমাত্রমিত্যর্থঃ। যদ্বা, হন্তের্গত্যর্থত্বাৎ গতং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। তচ্চাসুরাবিষ্টত্বাৎ শকটস্যোচ্চস্যাপি ভূমিপ্রবিশচ্চক্রত্বাৎ, নিকটপ্রাপ্তত্বেন ভগবদ্বিগ্রহস্য বিভুতা-স্বভাবেন বা সম্ভাব্যম্; অসুরস্যন্তর্ধানেন তদাবিষ্ট ইত্যন্তর্ধানেনৈব বিলয়ং প্রাপিত ইতি জ্ঞেয়ম্, এবং বাল্যলীলায়ামেব তদব্যভিচারেণ নিজৈশ্বর্য্যবিশেষাবির্ভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বতো বিশিষ্টো মহিমা দর্শিতঃ, যতঃ স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুরূপেণ শ্রীনৃসিংহাদ্যবতারেণ চাসুরঘাতাদিকং বিগ্রহাদ্যাটোপবিক্রমবিশেষেণৈব শ্রীরঘুনাথাদ্যবতারেণ চ বাল্যে কেবলং লৌকিকলীলৈব, অত্র তু বিচিত্রমধুরলৌকিকবাল্যলীলানুগতমেবৈশ্বর্য্য-মিতি পরমাদ্ভুত-ভগবত্তা-মাধুরী সিদ্ধা। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মেঽপি তদুক্তং শ্রীমদর্জ্জুনেন—'তালোচ্ছ্রিতাগ্রং গুরুভার-সার,-মায়ামবিস্তারবদদ্ভজাতঃ। পাদাগ্রবিক্ষেপবিভিন্নভাণ্ডং, চিক্ষেপ কোঽন্যঃ শকটং যথা ত্বম্॥' ইতি। অত্র তাল-শব্দেন ষষ্টিহস্তপ্রমাণপরিণত-তালবৃক্ষ এবোচ্যতে, বৃহত্ত্বস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ। তথা শ্রীব্রহ্মণা দ্বিতীয়-স্কন্ধে (শ্রীভা০ ২।৭।২৭)—'তাকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়া, স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ। যদ্রিঙ্গ-তান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্ব্বা, উন্মূলনং ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—তোকেন বালেন সতা উলূকিকায়াঃ পূতনায়াঃ অন্তর্গতেনার্জ্জুনয়োরেব মধ্যপ্রাপ্তেন কৃষ্ণেন ইতরথা শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবত্তাবিশেষপ্রকটনং বিনা ন সম্ভাব্যং, ন সম্ভবং ভবেৎ ইত্যর্থঃ। অতঃ শকটস্যাতিবৃহত্তমত্বাৎ মাতাপি তদধঃ পুত্রং শায়িতবতীতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ঘরের বাইরে মহা এক শকটের নীচে স্থাপিত শিশুর খাটে শোয়ানো গোপালের **অল্পক**—অতি ছোট ও প্রবাল থেকেও কোমল একটি চরণের দ্বারাই **হতং**—হনন মুদ্রায় ছোঁয়া মাত্র। অথবা, 'হন্' গতি অর্থ ধরে—গতং অর্থাৎ চরণের দ্বারা নাগাল পেলে—ছোট্ট পায়ে নাগাল পেল কি করে? এরই উত্তরে—সেই শকট অসুরাবিষ্ট হওয়াতে চাকার ভূমি প্রবেশ হেতু তার উচ্চতা হ্রাস পাওয়াতে পায়ের নাগালের মধ্যে এসে গেল শকট। অথবা ভগবৎবিগ্রহের বিভুতা

স্বভাবে ইহা সম্ভব হল। অসুর অদৃশ্য ভাবে শকটে আবিষ্ট হয়েছিল, এতে বুঝা যাচ্ছে ঐ অদৃশ্য ভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হলো, এইরূপ বুঝতে হবে। এইরূপে বাল্যলীলাতেও বয়সের বাধা রহিত ভাবে নিজ ঐশ্বর্য বিশেষ আবির্ভাবের হেতু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব অবস্থায় বিশিষ্ট মহিমা যে থাকে তা দেখান হল। যেহেতু স্বয়ং বিষ্ণুরূপ শ্রীনৃসিংহাদি অবতারেও ঐশ্বর্য-বিগ্রহাদির আটোপ বিক্রমবিশেষ প্রকাশের দ্বারাই অসুর মারণাদি কর্ম হয়েছে, শ্রীরঘুনাথ অবতারেও বাল্যে কেবল লৌকিক লীলা দ্বারাই অর্থাৎ কোনও অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রকাশ না করেই অসুর মারণাদি কর্ম হয়েছে, এখানে কিন্তু বিচিত্র মধুর লৌকিক বাল্যলীলার অনুগত ঐশ্বর্যের দ্বারাই শকটাসুর মারণ হল—এইরূপে পরমাদ্ভুত ভগবত্তা মাধুরী সিদ্ধ হল। [শ্রীনৃসিংহদেবে ঐশ্বর্যাধিক্য, শ্রীরামে মাধুর্যাধিক্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য মাধুর্য উভয়ই তুল্যরূপে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত—পরমৈশ্বর্য মাধুর্যামৃতের অলৌকিক সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ।—লঘু॰ ভা॰] দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা॰ ২।৭।২৭) শ্লোকে ব্রহ্মা এ কথাই বলেছেন, যথা—"ছোট্ট শিশুরূপেই বিশাল পূতনার প্রাণ বধ, তিনমাসের শিশুর অতি সুকোমল পদাঘাতেই শকটভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়ে গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুন বৃক্ষযুগলের ভিতরে প্রবেশ করত তাদের উৎপাটন—এ সব কিছুই হতে পারত না যদি তুমি পূর্ণ ঐশ্বর্য মাধুর্যময় বিগ্রহ না হতে—এ সবকিছুর ভিতরেই দেখা যায়, তোমার নিজ বাল্য মহামাধুর্যের দ্বারা নিজ মহৈশ্বর্য আবৃতিকরণ-ভাব।" অতএব শকটের অতি বৃহত্তমতা হেতু মাতাও তার নীচে পুত্রকে শুইয়ে দিয়েছিলেন, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী॰ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অল্পকশ্চাসৌ প্রবালবন্মৃদুশ্চ যোঽঙ্ঘ্রিস্তেন হতমিতি তেন বামনাবতারস্য কটাহ ভেদার্থমিব শকটভঙ্গার্থং তচ্চরণযুগং ন বর্দ্ধিতং নাপি নৃসিংহাবতারস্য কঠোর হিরণ্যকশিপু বিদারণার্থমেব জাত্যৈবাতি কঠিনমিতি ভাবঃ। বাল্যাদি লীলামাধুর্য্যাবিরোধ্যতিসুদুর্ঘটং ঐশ্বর্য্যমেতৎ কৃষ্ণস্য পূর্ণত্ব প্রতিপাদকম্। ব্যবর্ত্তত বিপর্য্যস্তীভূয় অপতৎ। বিধ্বস্তানি নানা রসবন্তি কুপ্যভাজনানি স্বর্ণরজতাতিরিক্ত কাংস্যাদিময়ানি পাত্রাণি যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। ব্যত্যস্তানি বিপর্য্যস্তানি চক্রে চ অক্ষাশ্চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্তাশ্চক্রাক্ষা যস্মিন্ বিদীর্ণঃ কূবরো যুগন্ধরশ্চ যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। শকটাসুরভঞ্জন ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ অসুরাবেশেনৈব ভূমৌ প্রবিশচ্চক্রত্বাদুচ্চস্যাপি শকটস্য নিকট প্রাপ্ততেন অল্পকেন চরণেন স্পর্শো জ্ঞেয় ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী॥ বি॰ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ছোট্ট প্রবালবৎ মৃদু পায়ের দ্বারা আঘাত—এইরূপে বামন অবতারের ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদার্থের মতো এখানে শকট-ভঞ্জনের জন্য বালগোপালের চরণযুগল বর্ধিত হল না, নৃসিংহ অবতারের কঠোর হিরণ্যকশিপু বিদরণার্থের মতোও তার চরণযুগল কঠিনতা প্রাপ্ত হল না—সিংহ জাতিগত ভাবেই অতি কঠিন, এরূপ ভাব। বাল্যাদি লীলামাধুর্য অবিরোধি অতি দুর্ঘট এই ঐশ্বর্য কৃষ্ণের পূর্ণত্ব প্রতিপাদক। শকটের অবস্থাটা এরূপ হল—**ব্যবর্তত**—উল্টা-পাল্টা হয়ে পড়ে গেল। **বিধ্বস্ত ইত্যাদি**—চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল স্বর্ণ-রজত ভিন্ন কাসা প্রভৃতির পাত্র সমূহ **ব্যত্যস্ত**—বিপর্যয় প্রাপ্ত হল শকটচক্রের মধ্যমণ্ডল। **কূবর**—যুগন্ধর (যে কাঠে জোয়াল লাগান থাকে) ভেঙ্গে

৮ দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয় ঔত্থানিকে কর্ম্মণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ।
(ইতি ব্রুবন্তোঽতিবিবাদমোহিতা জনাঃ সমন্তাৎ পরিবব্রুরার্ত্তবৎ)॥
৯। উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতৎ ন সংশয়ঃ॥

৮। অন্বয়ঃ যশোদা ঔত্থানিকে কর্ম্মণি যাঃ সমাগতাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রমুখাঃ নন্দাদয়ঃ চ অদ্ভুত দর্শনাকুলাঃ (আশ্চর্য্যকার্য্যদর্শনেন বিস্মিতাঃ সন্তঃ) কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ (বিপর্য্যস্তং সৎ অপতৎ ইতি উচুঃ)।

৯। অন্বয়ঃ গোপান্ গোপীঃ চ অব্যবসিত মতীন্ (অনিশ্চিতা মতিঃ যেষাং তান্) বালকাঃ (প্রত্যক্ষদর্শিনঃ শিশবঃ) উচুঃ—রুদতা অনেন পাদেন এতৎ (শকটং) ক্ষিপ্তং ন সংশয়ঃ।

৮। মূলানুবাদঃ শ্রীযশোদা প্রমুখা গৃহস্থিত স্ত্রীগণ এবং উৎসব-উপলক্ষে বহিরাগত স্ত্রীগণ এবং নন্দাদি গোপগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে পরম ব্যাকুল হয়ে বিস্ময় সহকারে বলতে লাগলেন—অহো কি করে এই মহাশকট নিজে নিজেই এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

৯। মূলানুবাদঃ এ কি কোন দৈত্যাদির কর্ম, কি কোন গ্রহাদির কর্ম, এইরূপ অনিশ্চিতমতি গোপপৌগণকে পাহারায় নিযুক্ত ব্রজবালকগণ বললো—এই শিশুই রোদন করতে করতে যে পা ছুড়ছিল, তাতেই এই শকট উল্টে পড়ে গেল। এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

গেল। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শকটাসুর ভঞ্জন লীলা থেকে জানা যায়—অসুর-আবেশে শকটের চাকা মাটিতে প্রবেশ করে গেলে তার উচ্চতাও হ্রাস পাওয়াতে শকট নিকটে আসা হেতু ছোট্ট চরণের দ্বারা স্পর্শ হল, এরূপ বুঝতে হবে—শ্রীবৈষ্ণবতোষণী॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যাঃ শ্রীযশোদাপ্রমুখাঃ, যাশ্চ ব্রজস্ত্রিয় ঔত্থানিকে পর্বণি সমাগতাঃ, যে চ শ্রীনন্দাদয়স্তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা শকটবিপর্য্যয়ং বীক্ষ্য তস্যাদ্ভুতস্য উৎপাততয়া শঙ্কিতস্য দর্শনেন ব্যাকুলচিত্তাঃ সন্তঃ কথং শকটং বিপর্য্যগাদিত্যুচুরিতি শেষঃ। পর্বণীত্যত্র কর্ম্মণীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। বৈ বিস্ময়ে॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যাঃ—শ্রীযশোদাপ্রমুখা যে সব ঘরের স্ত্রীলোক। এবং **যাঃ সমাগতাঃ**—ব্রজস্ত্রীগণ যাঁরা ঔত্থানিক উৎসবে সমাগতা হয়েছিলেন। আর নন্দাদি গোপগণ সকলে **দৃষ্ট্বা**—শকট-বিপর্যয় দেখে। **অদ্ভুত দর্শন ইত্যাদি**—উৎপাত-শঙ্কার কারণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ব্যাকুল চিত্তা হয়ে বললেন, অহো কি করে শকট এরূপ বিপর্যস্ত হয়ে ছিট্‌কে পড়ল। পাঠ দু প্রকার আছে, পর্বণি এবং কর্মণি **বৈ**—বিস্ময়ে॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ যশোদাপ্রমুখাঃ যাশ্চ ব্রজস্ত্রিয়ঃ পর্ব্বণি। কর্ম্মণীতি চ পাঠঃ। বিপর্য্যগাৎ বিপর্য্যস্তং সদপতদিত্যুচুরিতি শেষঃ॥ বি০ ৮॥

১০। ন তে শ্রদ্দধিরে গোপাঃ বালভাষিতমিত্যুত।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ॥

১০। অন্বয় ঃ তে তস্য বালকস্য (কৃষ্ণস্য) অপ্রমেয়ং (অপারং) বলং ন বিদুঃ [অতঃ] গোপাঃ বালভাষিতম্ ইতি উত ন শ্রদ্দধিরে (ন বিশ্বসন্তিস্ম)।

১০। মূলানুবাদ ঃ সেই গোপগণ বালগোপালের তাদৃশ শক্তি জানতেন না, কাজেই তাঁদের কথা বালভাষিত বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যশোদাপ্রমুখা যে সব ব্রজস্ত্রীগণ এই উৎসব কর্মে সমাগতা। **বিপর্যগাৎ**—বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে গেল। কি করে? পাঠ দু প্রকার 'পর্বণি' এবং 'কর্মনি'॥ বি০ ৮॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অদ্ভুতদর্শনাকুলত্বাদেবাব্যবসিতা, কিং দৈত্যেন গ্রহাদিনা বেত্যাদিবিবর্ত্তনকরণোন্নয়নে নিশ্চয়মগতা মতির্যেষাং তান্। বালকাস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্তত্বেন তদেকদৃষ্টয়ঃ; এতচ্ছকটং অনেনেতি এতদিতি চ প্রত্যক্ষত্বং তৎকালীনত্বঞ্চ সূচয়তি; অতএবাহুঃ—সংশয়োঽপ্যত্র নাস্তি, কিমুতাপ্রতীতিরিত্যর্থঃ॥ জী০ ৯॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অদ্ভুত দর্শন আকুলতা হেতু অনিশ্চয়মতি—দৈত্যের দ্বারা কি এ হল, কি এ গ্রহের কাজ ইত্যাদি শকট-বিপর্যস্ত হওয়ার কারণ নির্ণয়-বিষয়ে অনিশ্চয়মতি গোপগোপীগণকে বালকরা বললো—এই বালকগণ কৃষ্ণমাধুর্য দ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত হেতু তাঁর দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল। **এতৎ**—এই শকট। আবার **অনেন**—এই বালক—এইভাবে 'এই' 'এই' বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করাতে প্রত্যক্ষতা এবং তাৎকালিকতা সূচিত হচ্ছে। অতএব বলল—এখানে কোনও সংশয় নেই, অপ্রতীতির আর কি কথা, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৯॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অব্যবসিতা কিং দৈত্যাদেঃ কিম্বা গ্রহাদেঃ কর্ম্মেদমিত্যনিশ্চিতা মতি র্যেষাং তান্॥ বি০ ৯॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অব্যবসিত—অনিশ্চিতা মতি, এ কি দৈত্যাদির, কি গ্রহাদির কর্ম, এইরূপে অনিশ্চিতা মতি যাঁদের সেই গোপীগণকে॥ বি০ ৯॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তে পরমভগবৎপ্রিয়ত্বেন সর্ব্বজ্ঞানযোগ্যা অপীত্যর্থঃ। অপ্রমেয়ং ভগবত্তয়া, বিশেষতস্তু বাললীলাবিষ্কারেণ তর্কাগোচরং বলম্; ন বিদুঃ, ততো ন শ্রদ্দধিরে চ; তত্র পুনস্তে ইতি হেত্বন্তরং পুত্রভাবময়-তৎপ্রেমানন্দমত্তা ইত্যর্থঃ। তাদৃশতৎপ্রেম্ণঃ সর্ব্বাচ্ছাদকত্বাদিতি ভাবঃ। 'শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্। কৃষ্ণং চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ॥ বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ। ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্গজাশ্বরথপত্তিভিঃ॥' (শ্রীভা০ ১০।৫৩।২০-২১) ইতি, শ্রীবলদেবস্যাপি তথাত্বশ্রবণাৎ। 'নেমং বিরিঞ্চঃ' (শ্রীভা০ ১০।৯।২০) ইত্যাদৌ তস্য স্তুতেশ্চ। নন্বু তাদৃশ-

১১। রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ॥

১১। অন্বয় ঃ গ্রহশঙ্কিতা (বালকঃ গ্রহান্ গৃহীত ইতি শঙ্কিতমনা) যশোদা রুদন্তং সুতম্ আদায় বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ (মাঙ্গলিক বচনৈঃ) কৃতস্বস্ত্যয়নং (তং শিশুং) স্তনম্ অপায়য়ৎ।

১১। মূলানুবাদ ঃ বালগ্রহশঙ্কিতা যশোদা ক্রন্দনরত বালককে কোলে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাক্ষসবধকারী মন্ত্রে স্বস্ত্যয়ন করিয়ে স্তন পান করাতে লাগলেন।

প্রেমবৈবশ্যেন স্বতোঽনুসন্ধানং নাম মাস্তু, অন্যেষামুক্ত্যা সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য হেত্বন্তরমাহ—উত অপি বাল-ভাষিতমিত্যতোঽপীতি গোপা অপি ন শ্রদ্দধিরে, কিমুত গোপ্য ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সেই গোপগণ পরম ভগবৎপ্রিয় বলে তাঁদের সব কিছু জানবার যোগ্যতা থাকা সত্বেও জানতেন না। **অপ্রেময়ং বলং তস্য**—ভগবান্ বলে তাঁর বল অপ্রমেয় অর্থাৎ অসীম। বিশেষত বাল্যলীলা প্রকাশ করণ হেতু তর্কের অগোচর বল। এই বল গোপগোপীগণ জানতেন না; অতএব বালকদের কথা বিশ্বাস করলেন না। এ-বিষয়ে পুনরায় তার বল না জানার অন্য একটি হেতু দেখান হচ্ছে, যথা—তাঁরা কৃষ্ণে পুত্র ভাবময় প্রেমানন্দে মত্ত, (তাই জানতেন না)—কারণ তাদৃশ কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব আচ্ছাদকত্ব ধর্ম বিদ্যমান। এ-বিষয়ে প্রমাণ—বলরাম যখন শুনলেন, কুণ্ডিন নগরে কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণের জন্য একা গিয়েছেন, আর বিপক্ষ-পক্ষীয়গণ তাঁকে ঘিরে ধরেছে একা পেয়ে, তখন বলরাম ভ্রাতৃস্নেহে পরিপ্লুত হয়ে ধেয়ে চললেন কুণ্ডিন নগরে ভাই-এর সাহায্যের জন্য। এইরূপে বলদেবের কৃষ্ণবল সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, আরও, 'গোপী যশোদা কৃষ্ণ থেকে যে প্রসাদ লাভ করেছে তা ব্রহ্মাশিবাদি কেউ-ই পায়নি'—শ্রীভাগবতের ১০।৯।২০ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের এই স্তুতি থেকেই গোপী প্রেমের বল বুঝা যায়—কাজেই উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গতই হয়েছে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা, তাদৃশ প্রেমবৈবশ্যতা হেতু গোপেদের আপনি-আপনি কৃষ্ণবলের অনুসন্ধান নাই বা হলো কিন্তু গোপীদের তো থাকা সম্ভব। এরই উত্তরে অন্য একটি হেতু বলা হচ্ছে, **উত**—'উত' পদের অপি অর্থ ধরে এখানে অর্থ আসবে—'বালভাষিতমিত্যতোঽপিতি'—অর্থাৎ বালভাষিত বলে গোপগণই বিশ্বাস করলেন না গোপীগণের কথা আর বলবার কি আছে? কৈমুতিক ন্যায়॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ন শ্রদ্দধিরে বিশ্বসন্তি স্ম॥ বি০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বালকদের উক্তি বিশ্বাস করতে পারল না॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অতএব বিশেষতঃ শ্রীযশোদায়াঃ স্নেহভরেণ চেষ্টিতমাহ—রুদন্তমিতি। গ্রহেভ্যো বালগ্রহাদিভ্যঃ বিপ্রৈঃ কর্তৃভিঃ সূক্তৈঃ রক্ষোঘ্নাদিভিঃ করণৈঃ 'রক্ষোহনঃ বলগহনঃ' ইত্যাদিভিঃ পশ্চাদাশ্বস্তা স্তনমপায়য়ৎ॥ জী০ ১১॥

১২। পূর্ব্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্ব্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্।
বিপ্রা হুত্বার্চ্চয়াঞ্চক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ॥

১২। **অন্বয়** ঃ বলিভিঃ (বলবদ্ভিঃ) গোপৈঃ সপরিচ্ছদং (সপরিকরং) পূর্ব্ববৎ (তৎ শকটং) স্থাপিতং বিপ্রাঃ হুত্বা (গ্রহ হোমং কৃত্বা) দধ্যক্ষত কুশাম্বুভিঃ (দধিযুক্ততণ্ডুলৈঃ কুশোদকৈশ্চ শকটম্) অর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ বলবান্ গোপগণ চক্র অক্ষ জোয়ালাদি সহ শকটটিকে পূর্ববৎ স্থাপন করলে ব্রাহ্মণগণ গ্রহহোম করবার পর ধান দূর্বা কুশাম্বু ছিটিয়ে শকটটিকে পূজা করলেন।

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ গোপীরাও বালকদের কৃষ্ণের ঐশ্বর্যদ্যোতক কথা বিশ্বাস করলেন না, অতএব গোপীগণের বিশেষ করে শ্রীযশোদার স্নেহাতিশয্য হেতু চেষ্টা বলা হচ্ছে—রুদন্তমিতি। **গ্রহশঙ্কিতা**—'গ্রহেভ্যো' বালগ্রহ থেকে শঙ্কিতা। **বিপ্রৈঃ**—বিপ্রের দ্বারা **সূক্তৈঃ**—শ্বেত সর্ষপাদি উপকরণে 'রক্ষোঘ্নঃ বলগহন·' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করবার পর **স্তনমপায়য়ৎ**—স্তন পান করালেন॥ জী০ ১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সূক্তৈরক্ষোঘ্নমন্ত্রৈঃ কৃতং স্বস্ত্যয়নং যস্য তম্॥ বি০ ১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কৃতস্বস্ত্যয়নং**—রাক্ষস বধকারী মন্ত্রের দ্বারা যার স্বস্ত্যয়ন করা হল সেই বাল গোপালকে (স্তন পান করানো হল)॥ বি০ ১১॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ শ্রীনন্দানুবর্ত্তিনাং বিপ্রাণামপি তাদৃশ এব ভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—পূর্ব্ববদিতি। বলিভিঃ বলবদ্ভিরিত্যাদিনা শকটস্য পরমং গুরুত্বং বৃহত্ত্বঞ্চ দর্শিতম্। তদুক্তং 'তালোচ্ছ্রিতাগ্রম্' ইত্যাদি; অতস্তদধো নিঃসঙ্কোচং মাতা পুত্রং শায়িতবতী। হুত্বা আদাবনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থম্ আজ্যেন ব্যাহৃতিভিঃ সা সামান্যতো গ্রহহোমং বিধায়, পশ্চাৎ দধিমিশ্রৈরক্ষতৈঃ কুশসহিতপ্রোক্ষণজলৈশ্চ শকটমর্চ্চয়ামাসুঃ, গোপজাতীনাং তদাশ্রয়প্রধানত্বাৎ॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ শ্রীনন্দের অনুগত বিপ্রদেরও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যপর কথায় বিশ্বাস হল না। তাদের এইরূপ ভাব তুলে ধরে বলা হচ্ছে—পূর্ববদিতি। **গোপৈর্বলিভিঃ**—অর্থাৎ বলবান্ গোপগণের দ্বারা—এখানে এই 'বলবান্' পদের প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, শকটটি অতিশয় ভারী এবং বৃহৎ ছিল। অতএব তার নীচে মাতা নিঃসঙ্কোচে পুত্রকে শুইয়েছিলেন। **হুত্বা**—প্রথমেই অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা সামান্য ভাবে গ্রহহোম করে তারপর দধিমিশ্র আতপ চাল কুশ সহিত প্রোক্ষণ জলে শকটকে পূজা করলেন—শকট গোপজাতির প্রধান আশ্রয় হেতু॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বলিভির্বলবদ্ভি র্গোপৈঃ পূর্ব্ববদেব শকটং স্থাপিতমিতি তস্য বৃহত্ত্বং ব্যঞ্জিতম্। অর্চ্চয়াঞ্চক্রুরিতি গোপজাতীনাং তদাশ্রয় প্রধানত্বাৎ সঞ্চিত ধনাস্পদত্বেন লক্ষ্ম্যধিষ্ঠানত্বাচ্চ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বলবান্ গোপগণের দ্বারা পূর্ববৎই স্থাপিত শকটকে। এখানে 'বলবান্' পদে শকটটি যে মহাকায় ছিল তা ধ্বনিত হচ্ছে। **অর্চায়াঞ্চক্রুঃ ইতি**—গোপজাতিদের কর্ম সাধনে শকট একটি প্রধান আশ্রয় এবং সঞ্চিত ধনের আধার হেতু এবং লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হেতু পূজা করলেন॥

১৩। যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষ্যা-হিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ॥
১৪। ইতি বালকমাদায় সামর্গযজুরুপাকৃতৈঃ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ
১৫। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্॥

১৩-১৫। অন্বয়ঃ যে অসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসা মানবিবর্জ্জিতাঃ (অসূয়াদি দোষহীনাঃ) সত্যশীলানাং (পবিত্র স্বভাবানাং) তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) কৃতাঃ আশীষাঃ বিফলা ন [ভবন্তি] ইতি [মত্বা] নন্দগোপঃ সমাহিতঃ (স্থিরচিত্তঃ সন্) বালকম্ আদায় দ্বিজোত্তমৈঃ সামর্গযজুরুপাকৃতৈঃ (সামাদিমন্ত্র সংস্কৃতৈঃ) পবিত্রৌষদিভিঃ জলৈঃ অভিষিচ্য (অভিষেকং কারয়িত্বা) স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা অগ্নিং হুত্বা চ (হাবয়িত্বা চ) দ্বিজাতিভ্যঃ মহাগুণং (অতিস্বাদ মোদযুক্তং) অন্নং প্রাদাৎ।

১৩-১৫। মূলানুবাদঃ যাঁরা অসূয়া, মিথ্যা বাক্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও গর্ব দোষ সমূহ শূন্য, সেই সমদর্শী (পরম বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ কখনও বিফল হয় না।

তাই বালককে নিয়ে এসে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সাম, ঋক্, যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রে সংস্কৃত পবিত্র সর্বৌষধি-মহৌষধি মিশ্রিত জলে অভিষেক করাবার পর যজ্ঞ করিয়ে ব্রাহ্মণগণকে রস ও আমোদ বিশিষ্ট ভোজ্য প্রদান করলেন।

---

১৩ ১৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ অধুনান্যেভ্যো বিশেষতঃ শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য শ্রীযশোদাবচ্চেষ্টিতমাহ—য ইতি চতুর্ভিঃ। তত্র য ইতি ত্রিকম্। তত্রৈবৈকেন তেষাং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বোত্তমত্বমাহ—য ইতি। অসূয়াদিচতুষ্কবিবর্জ্জনেন প্রায়ো ধর্ম্মপরত্বং, হিংসামানবিবর্জ্জনেন চ মোক্ষপরত্বম্—'সত্যঞ্চ সমদর্শনম্' (শ্রীভা° ১১।১৯।৩৭) ইতি, 'নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥' (শ্রীভা° ৬।১৭ ২৮) ইতি চৈকবাক্যতয়া সত্যশীলত্বেন পরমবৈষ্ণবত্বঞ্চোক্তম্, অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ্যেনান্যান্তে পৃথগুক্তিঃ॥

ইতীতি ত্রিকান্তর্যুগ্মকম্। সামর্গযজূংষি তত্তদ্বেদমন্ত্রাঃ, পবিত্রৌষধয়ঃ সর্বৌষধয়ো মহৌষধয়শ্চ॥ মহাগুণং রসামোদাদি-বিশিষ্টম্॥ জী° ১৩-১৫॥

১৩ ১৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ অধুনা অন্যদের বিশেষতঃ শ্রীবল্লবেন্দ্রের যশোদার মতো চেষ্টা বলা হচ্ছে—য ইতি চারটি শ্লোকে। প্রথমে তিনি যাঁদের দ্বারা অভিষেক কাজ করালেন সেই ব্রাহ্মণদের সর্বশ্রেষ্ঠতা বলা হচ্ছে—যে ইতি। অসূয়া, মিথ্যা, দম্ভ এবং ঈর্ষা এই চারটি দোষ বিবর্জিত বলাতে প্রায় ধর্মপরতা উক্ত হল। হিংসা মান বিবর্জিত বলাতে মোক্ষপরতা উক্ত হল। 'সত্যঞ্চ সমদর্শনম্'—শ্রীভা° ১১।১৯।৩৭।—এই শ্লোকে 'সত্য' পদের অর্থ পাওয়া গেল সর্বত্র সমদর্শন। "নারায়ণ পরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ"—শ্রীভা° ৬।১৭।২৮। তাৎপর্যার্থ

১৬। গাবঃ সর্ব্বগুণোপেতা বাসঃ স্রগ্‌ক্ষ্মমালিনীঃ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাৎ তে চান্বযুঞ্জত॥

১৬। অন্বয় ঃ বাসঃ স্রগ্‌ক্ষ্মমালিনীঃ (বস্ত্রপুষ্পমাল্য-সুবর্ণ মাল্যযুক্তাঃ) সর্ব্বগুণোপেতাঃ গাবঃ আত্মজাভ্যুদয়ায় (পুত্রস্য মঙ্গলার্থং) প্রাদাৎ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ দদৌ) তে চ অন্বযুঞ্জত (অনন্তরং স্বীচক্রুঃ)।

১৬। মূলানুবাদ ঃ নন্দমহারাজ পুত্রের কল্যাণের জন্য বস্ত্র-পুষ্পমাল্য-স্বর্ণ হারে বিভূষিত সর্বগুণ সম্পন্ন বহু গাভী ব্রাহ্মণদের প্রদান করলেন। তাঁরা তা আশীর্বাদ-মুখে স্বীকার করলেন

'নারায়ণপরা জন কোথাও ভয় করে না—স্বর্গ-অপবর্গ-নরকে তাঁরা সমদর্শী।' উদ্ধৃত এই দুটি শ্লোকের সঙ্গে এক বাক্যতা হেতু এখানে 'সত্যশীলতা' পদে এই ব্রাহ্মণদের পরম বৈষ্ণবতা উক্ত হল, বুঝতে হবে। অতএব এইটি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে শেষে পৃথক্ ভাবে এর উল্লেখ।

সামগ-যজুংষি—সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র। **পবিত্রৌষধয়ঃ**—সর্বৌষধি এবং মহৌষধি। **মহাগুণম্ অন্নং**—রস-আমোদাদি বিশিষ্ট অন্ন॥ জী০ ১৩-১৫।

১৩-১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শ্রীনন্দস্তু ব্রাহ্মণাশীর্ভিরেব মে বালকঃ কুশলীতি জানাতি স্মেত্যাহ য ইতি। মানো গর্ব্বঃ। তেষাং তৈঃ কৃতা আশিষো ন বিফলা ইতি বিশ্বস্যেতি শেষঃ। উপাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈঃ। পবিত্রা ওষাধয়ঃ সর্ব্বৌষধি মহৌষধ্যাদয়ো যত্র তৈর্জলৈঃ করণৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ কর্ত্তৃভিরভিষিচ্য অভিষেকং কারয়িত্বা হুত্বা হাবয়িত্বা। মহাগুণমতিস্বাদামোদযুক্তম্॥ বি০ ১৩-১৫॥

১৩-১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শ্রীনন্দ কিন্তু জানতেন ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদেই আমার বালক কুশলে আছে, তাঁর এই মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে—য ইতি। **মান**—গর্ব। **তেষাং ইত্যাদি**—তাঁদের কৃত আশীর্বাদ বিফল হয় না, এইরূপ বিশ্বাস করে। **উপাকৃতৈঃ**—সংস্কৃত, **পবিত্রৌষধিভিঃ**—সর্বৌষধি মহৌষধি প্রভৃতি মিশ্রিত জলে, হোতা দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণের দ্বারা অভিষেক করবার পর **অগ্নিং হুত্বা**—যজ্ঞ করিয়ে। তৎপর তাদের **মহাগুণম্**—অতি স্বাদু আমোদ পূর্ণ প্রসাদান্ন প্রদান করলেন॥ বি০ ১৩-১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গাব ইতি সার্ধকম্। অভ্যুদয়ঃ সর্বোপদ্রবশান্তিপূর্বকং বৈভবং, স এব নিজপুরুষার্থস্নেহভরাক্তং সাধয়িতুং, তে চ বিপ্রা অনু অন্নভোজনাদ্যনন্তরম্ অযুঞ্জত প্রযুক্তবন্তঃ, আশিষ ইত্যুত্তরস্বারস্যাৎ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অভ্যুদয়—সর্ব উপদ্রব শান্তিপূর্বক পুত্রের বৈভব, **অর্থায়**—ইহাই নন্দমহারাজের নিজের পুরুষার্থ—স্নেহভরে নিজের এই পুরুষার্থ সাধনের জন্য, (ব্রাহ্মণদের প্রদান করলেন)। **তব**—সেই বিপ্রগণও **অন্বযুঞ্জত**—অনু+অযুঞ্জত='অনু' অন্নভোজনাদি অনন্তর। 'অযুঞ্জত'-প্রযুক্তবন্তঃ আশীষ অর্থাৎ বহু বহু আশীর্বাদ করতে লাগলেন, এইরূপই নিজেদেরও অভিলাষ হেতু॥

১৭। বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্॥

১৭। অন্বয় ঃ মন্ত্রবিদবিপ্রাঃ যুক্তাঃ (যোগিনস্তা) তৈঃ যা আশিষঃ প্রোক্তাঃ তাঃ তথা কদাচিদপি ন নিষ্ফলাঃ ভবিষ্যন্তি [ইত] স্ফুটম্ (নিশ্চয়ম্)।

১৭। মূলানুবাদ ঃ সেই ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ-অভিজ্ঞ হওয়ায় ভগবৎভক্ত। কাজেই তাঁরা যে আশীর্বাদ করলেন, তা কখনও-ই নিষ্ফল হবে না, এ নিশ্চয়।

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গাবঃ গাঃ গুণাঃ বহু পয়স্বীত্যাদয়ঃ। তে বিপ্রা অনু অনন্তরং অন্বযুঙ্ক্ত স্বীচক্রুঃ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গাবঃ—গাভী সমূহ **সর্বগুণপেতা**—বহু দুগ্ধবতী ইত্যাদি গুণসম্পন্ন॥ বি০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কীদৃশাস্তে? বেদবিদঃ বেদার্থাভিজ্ঞাঃ, মন্ত্রবিদ ইতি পাঠো বহুত্র, তথাপি তদুপলক্ষণত্বেন স এবার্থঃ; অতো যুক্তা ভগবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ; 'ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন' (শ্রীভা০ ২।২।৩৪) ইত্যাদেঃ, 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাতঃ (৬।৪৭); অতস্তৈর্যা আশিষঃ প্রোক্তাস্তাস্তথৈব বভূবুরিত্যর্থঃ; তদিচ্ছানুসারেণ যথাবসরং তাঃ শ্রীভগবতি ব্যক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই ব্রাহ্মণগণ কিরূপ? **বেদবিদঃ**—বহুস্থানে মন্ত্রবিদো পাঠ আছে। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে 'মন্ত্রবিদো' পদটি উপলক্ষণে ব্যবহার হয়েছে—অর্থ ঐ একই আসবে। যেহেতু এই বিপ্রগণ বেদবিদ্, অতএব এরা **যুক্তাঃ**—ভগবৎভক্ত, এরূপ অর্থের পিছনে প্রমাণ হল, (শ্রীভা০ ২।২।৩৪)—"সেই ভক্তিযোগ সর্ববেদ সিদ্ধ—ব্রহ্মা বেদ বিচার করে নিশ্চয় করলেন, যা থেকে শ্রীহরিতে রতি হয়, সেই ভক্তিযোগখ্যবস্তু।" আরও (গীতা ৬।৪৭)—"যে শ্রদ্ধাবান্ জন আমার শ্রবণ কীর্তনাদি করে, সেই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ 'যুক্ত' অর্থাৎ ভক্ত"। অতএব তাঁরা যে আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন, তা হুবহু ফলে যাবে। **স্ফুটম্**—এই ব্রাহ্মণদের ইচ্ছা অনুসারে যথাবসর এই সব আশীর্বাদ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণে প্রকাশিত হবে॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ 'তৈর্যাঃ আশীষঃ প্রোক্তাঃ যে বিপ্রাঃ', যুক্তাঃ যোগিনস্তৈর্যা আশিষঃ প্রোক্তা স্তথা বভূবুরিতি শেষঃ॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যে সকল বিপ্র যোগী, তাঁরা যা আশীর্বাদ উচ্চারণ করে তা সেইরূপ হয়॥ বি০ ১৭॥

১৮। একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।
গরিমাণং শিশোর্ব্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ॥

১৮। অন্বয়ঃ একদা সতী (যশোদা) আরোহং (ক্রোড়ং) আরূঢ়ং সুতং লালয়ন্তী শিশোঃ গিরিকূটবৎ (পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যং) গরিমাণং (দেহস্য গুরুভারং) বোঢ়ুং (ধারয়িতুং) ন সেহে (নৈব সমর্থা বভুব)।

১৮। মূলানুবাদঃ পুত্র একবৎসর বয়সে পড়লে কোনও একদিন যখন যশোদা তাঁকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন এমন সময় সহসা সে গিরিশৃঙ্গের মতো ভারী হয়ে উঠল। তিনি আর পুত্র ভার সইতে পারলেন না।

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ 'ব্রজে বিরাজমানোঽহং কাঞ্চিদর্হামি নাবৃতিম্। ইতি চিক্ষেপ ভগবান্ উপরিস্থমনঃ স্ফুটম্॥' একদা একাব্দবয়ঃপ্রাকট্যে 'একহায়ন আসীনঃ' (শ্রীভা০ ১০।২৬।৬) ইত্যগ্রে ষড়্বিংশাধ্যায়োক্তেঃ। লালয়ন্তী মুখচুম্বনং স্তনপায়নঞ্চ, তথা কদাচিল্লীলয়া করাভ্যামুত্তোলনং কুর্ব্বন্তী সতী পরমাভিজ্ঞেত্যর্থঃ। ইতি লালনে সৌষ্ঠবমভিপ্রেতম্; বোঢ়ুং স্ববলেন পর্য্যাপয়িতুম্ অত্রাস্থা একাকিনীত্ববদ্বর্ণনম্; 'একদা গৃহদাসীষু' (শ্রীভা০ ১০।৯।১)—ইত্যাদি বক্ষ্যমাণপ্রকারান্তরেণ মন্তব্যম্॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ব্রজে বিরাজমান্ অবস্থায় এই গণ্ডির মধ্যে আমি কিছুই করতে পারি না, এইরূপ আক্ষেপযুক্ত ভগবান্ মুক্ত আকাশে যেতে ইচ্ছা করলের। **একদা**—এক বছর বয়সকালে প্রমাণ, (ভা০ ১০।২৬।৬)—"একহায়ন আসীনঃ"। **লালয়ন্তীঃ**—মুখচুম্বন এবং স্তনদান, তথা কখনও উপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়ারূপ খেলা দিচ্ছিলেন—**সতী**—পরম অভীজ্ঞ যশোমা—এইরূপে লালনে সৌষ্ঠব অভিপ্রেত। **বোঢ়ুম্**—নিজ বলে বহন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, এতে বুঝা যাচ্ছে মা যেন তখন ও-স্থানে একাই ছিলেন—দাসীগণকে অন্যত্র কোথাও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—যেমন নাকি পরেও (১০।৯।১) শ্লোকে দেখা যাবে দধিমন্থন কালে॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ রাজত্যখিলসম্পত্তিপতৌ ময্যপি সঞ্চিতৈঃ কিমেভির্বস্তুভিরিতি স্বমনোঽভিনদীশ্বরঃ। একদা একাব্দ বয়সি বৃত্তে সতি—"এক হায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সেত্যগ্রেতনোক্তেঃ। আরোহমুংসঙ্গমারূঢ়ং তং লালয়ন্তী ভুজাভ্যামুত্তোলনান্দোলনাদিভিরুল্লাসয়ন্তী গিরিকূটবৎ গিরিশৃঙ্গস্যেব শিশোর্গরিমাণং বোঢ়ুং ন সেহে। আগমিষ্যন্তং তৃণাবর্ত্তং সমাতৃকমেবামুং হরিষ্যন্তমালক্ষ্য মাতুর্যশোদায়াঃ ক্লেশো মাভূদিত্যৈশ্বর্য্য এব শক্ত্যা তদুত্তারায় ভারঃ কল্পয়ামাসে ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চিদপ্যুপরি তোলয়ান্ব মাং ব্যোম্নি খেলিতুমনায়ত্তোঽস্ম্যহং। ইত্যমুষ্য কিল সত্যকামতৈবানয়ত্তৃণবির্বর্ত্তনাসুরম্॥বি০১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এমন কি বস্তু আছে যা অখিল সম্পত্তি-পতি আমাতে এসে শোভা না পায়, আকাশে পাখীদের মতো উড়লে কেমন হয়? শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ চিন্তার সমকালে **একদা**—একবৎসর বয়স হলে—এ সম্বন্ধে প্রমাণ অগ্রে আছে, যথা—"একবৎসর বয়সকালে এই বালককে তৃণাবর্ত হরণ করলে"।—ভা০ ১০।২৬।৬। **আরোহং**—মায়ের কোলে। **আরূঢ়ং সুতং**—স্থাপিত পুত্রকে।

১৯। ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্ম্মসু॥

১৯। অন্বয় ঃ ভারপীড়িতা বিস্মিতা গোপী (যশোদা) তং (শ্রীকৃষ্ণং) ভূমৌ নিধায় (স্থাপয়িত্বা) জগতাং মহাপুরুষং (শ্রীমন্নারায়ণং) আদধ্যৌ (শরণং যযৌ) কর্ম্মসু (পুত্রস্য কল্যাণার্থং স্বস্ত্যয়নাদিকর্ম্মষু চ) আস (ব্যাপৃতা বভুব)।

১৯। মূলানুবাদ ঃ পুত্রভাব-পীড়িতা মা যশোদা ভীতা ও বিস্মিতা হয়ে বালককে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে মনে মনে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কাজের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

লালয়ন্তী—মা যখন লালন করছিলেন—দু হাতে উঠিয়ে উপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ দিচ্ছিলেন। **গিরিকূটবৎ**—গিরিশৃঙ্গের মতো ভার হয়ে উঠল শিশু। মা বইতে সক্ষম হলেন না। এমন সময় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যশক্তি লক্ষ্য করলেন মায়ের সহিত কৃষ্ণকে হরণ করবার জন্য তৃণাবর্ত আসছে—মাতার ক্লেশ যেন না হয়, এই ভেবে তিনি গোপালের দেহভার এমন ভাবে বাড়িয়ে তুললেন, যাতে তাকে মাটিতে নামিয়ে দিতে হয়,—এইরূপ বুঝতে হবে এখানে। মা-তো অল্প একটু উপরে তুলছেন—আমি তো মুক্ত আকাশে গিয়ে খেলতে পারছি না—আমি আকাশে গিয়ে খেলতে চাই—শ্রীভগবানের এই সত্য কামতাই তৃণাবর্ত অসুরকে এনে উপস্থিত করলো॥ বি॰ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ভূমৌ নিধায় ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্, তত্র স্বমৃত্যুত্যত্র স্বশব্দেন সৈবোচ্যতে, মৃত্যুশব্দেন চ পরাভব এব, তদসম্ভবাৎ কৃতং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ; অতঃ শ্রীকৃষ্ণোদরবর্ত্তিনামিতি বিভুত্বেন তদুদরবর্ত্তিনামিবেতি ব্যাখ্যেয়ম্। পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি বিভুত্বন্তু দামোদরলীলায়াং স্থাপয়িতব্যম্, বিগ্রহরূপত্বেঽপি বিভূত্বেঽপ্যন্যাস্পৃষ্টত্বমগ্রিমলীলায়াং স্থাপয়িতব্যম্; যদ্বা, ভূমাবিতি সম্ভ্রমেণ খষ্ট্বা-দের্ভারাসহনত্বাভিপ্রায়েণ চ ইতি ভাবঃ। ভারপীড়িতেতি তাদৃশপ্রসঙ্গে তাদৃশ-শক্ত্যুদয়াদিতি ভাবঃ। জগতাং মহাপুরুষমীশ্বরমিত্যর্থঃ। কর্মসু স্বস্ত্যয়নাদিরূপ তদ্বাৎসল্যময়েষু 'যদ্ধামার্থ-সুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে' ইত্যনেন তস্যাং কৈমুত্যাপাতাৎ॥ জী॰ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ স্বামিপাদের টীকা—"তৃণাবর্তাৎ স্বমৃত্যুপরিহারায় কৃষ্ণেনৈবাত্মন উৎসঙ্গাদুত্তারায় কৃতং ভারম্" স্বামিপাদের টীকার 'স্বমৃত্যু' পদের 'স্ব' শব্দে এখানে 'সা এব' অর্থাৎ মা যশোদাকেই ধরা হয়েছে আর 'পরাভব' অর্থেই মৃত্যু শব্দের ব্যবহার হয়েছে, কারণ মা যশোদার মৃত্যু অসম্ভব এবং 'কৃতং' পদের অর্থ প্রকাশিত হল—তা হলে স্বামিপাদের টীকার অর্থ দাঁড়াল, মায়ের পরাভব পরিহারের জন্য কৃষ্ণ কোল থেকে নামার জন্য দেহভার প্রকাশ করলেন। অজ্ঞাত উৎপাত শঙ্কায় মহাপুরুষকে স্মরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের উদরবর্তী জগতের ভারে পীড়িতা ও বিস্মিতা হলেন মা যশোদা—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিভু, সেই জন্য তাঁর বাইর নেই অন্তর নেই কাজেই 'উদরবর্তী' পদের এখানে ব্যাখ্যা করতে

২০। দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রচোদিতঃ।
চক্রাবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্॥

২০। অন্বয় ঃ কংসভৃত্যঃ তৃণাবর্ত্ত নাম্না দৈত্যঃ প্রচোদিতঃ (কংসেন প্রেরিতঃ সন্) চক্রবাত স্বরূপেণ (ঘূর্ণীবাত্যারূপেণ) আসীনং অর্ভকং জহার (হৃতবান্)।

২০। মূলানুবাদ ঃ তখন তৃণাবর্ত নামক কংসভৃত্য কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঘূর্ণীবাত রূপে এসে ঐ বসে থাকা শিশুকে হরণ করল।

হবে 'যেন উদরবর্তী'। দামোদর লীলায় বালগোপালের কোমর সীমিত পরিধির অর্থাৎ মধ্যম আকারের হলেও তাঁরই মধ্যে বিভুত্বের অর্থাৎ অসীমতার অবস্থিতি বর্তমান, এরূপ সিদ্ধান্ত করতে হবে। আরও শ্রীকৃষ্ণের রূপ মধ্যমাকার হলেও, তারই মধ্যে বিভুতা, আবার বিভু হয়েও অর্থাৎ সর্বত্র বিস্তার লাভ করে সকলের হাতের কাছে থাকলেও অন্যের অস্পৃষ্টতা ভাব তাতে বর্তমান, এরূপ সিদ্ধান্ত করতে হবে অগ্রিম অগ্রিম লীলায়। অথবা, **ভূমৌ**—ভয় জনিত ব্যস্ততায় কিম্বা খাটে ভার সইবে না, এই মনে করে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। **ভার পীড়িতা**-তাদৃশপ্রসঙ্গে তাদৃশশক্তি উদয় হেতু ভার। **জগতাং মহাপুরুষম্**-জগতের ঈশ্বর। **কর্ম্মসু**—যশোদার বাৎসল্যময় স্বস্ত্যয়নাদিরূপ কর্ম—"যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ, নিজপ্রিয় দ্রব্য দেহ-মন-প্রাণ-পুত্র তোমার প্রীতির নিমিত্ত সেই ব্রজবাসিদের তুমি কি দান করবে"—ভা০ ১০।১৪।৩৫। এই কথাতে বুঝা যাচ্ছে, মা যশোদার এইটুকু কর্ম করা এমন কিছু বেশী নয়॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভূমাবিতি সম্ভ্রমেণ বিস্মিতেতি মচ্ছিশোরয়মাকস্মিকো ভারঃ কুতস্ত্যো ন জানে কস্যচিদ্বালগ্রহস্যাবেশজনিতো বেতি শঙ্কয়া জগতাং মহাপুরুষং শ্রীনারায়ণমাদধ্যৌ বৈকুণ্ঠ দিশ-মূর্দ্ধমালোক্য ভগবংস্ত্বয়ৈব দত্তোঽয়ং সুতস্ত্বয়ৈব পালনীয় ইতি ধ্যানেনোবাচেত্যর্থঃ। ততশ্চ ব্যগ্রা তৎস্বস্ত্যয়-নাদ্যর্থং কর্ম্মসু বিপ্রাহ্বানাদিষু আস বভুব॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভূমৌ ইতি—মাটিতে নামিয়ে দিলেন উদ্বেগে। **বিস্মিত ইতি**—আমার এই শিশুর আকস্মিক এই ভার কোত্থেকে এল, এইরূপে বিস্ময়। অহো জানি না এ কি কোনও বালগ্রহের আবেশে জনিত। এই আশঙ্কায় সমস্ত জগতের ঈশ্বর নারায়ণের শরণ নিলেন। বৈকুণ্ঠের দিকে তাকিয়ে ধ্যানে বললেন—হে ভগবন্ তুমিই এই পুত্র দিয়েছ, এ তোমারই পালনীয়। অতঃপর ব্যগ্র হয়ে শান্তি স্বস্তয়ন কর্মের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ডাকতে গেলেন॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ দৈত্য ইতি যুগ্মকম্। বাত্যারূপ-দৈত্যত্বেন দুর্বৃত্তত্বং মহাবলিষ্ঠত্বমপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চোক্তম্। কংসভৃত্য ইতি পরমদ্বেষ্টৃত্বং, তত্র চ প্রচোদিতঃ পূর্বং বালঘাতিত্বেন পূতনৈব সামান্যতস্তাবৎ প্রস্থাপিতা, তস্যাশ্চ ছদ্মময়মূর্ত্তেরপি মরণাচ্ছঙ্কাকুলঃ সন্নমূর্ত্ত্যৈব শকটাসুরঃ প্রস্থা-পিতঃ; তস্য চ বিলায়নাদন্তর্ভীতঃ সন্ মূর্ত্তামূর্ত্তধর্মো বলবত্তরো দুগ্রহরূপো মহাবায়ুরেব প্রকৃষ্টতয়া স্থাপিত

২১। গোকুলং সর্ব্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণং শ্চক্ষুংষি রেণুভিঃ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোর শব্দেন প্রদিশো দিশঃ॥

২১। অন্বয় ঃ (স চ তৃণাবর্ত্তঃ) রেণুভিঃ (ধূলিভিঃ) সর্ব্বং গোকুলম্ আবৃণ্বন্ চক্ষুংষি (নেত্রানি) মুষ্ণন্ (দৃষ্টিশক্তিং নাশয়ন্) সুমহাঘোর শব্দেন প্রদিশঃ দিশশ্চ ঈরয়ন্ (নিনাদয়ন্) [অর্ভকং জহার]।

২১। মূলানুবাদ ঃ ধূলিজালে চতুর্দিক ছেয়ে ফেলে গোকুলবাসিগণের দৃষ্টিশক্তি হরণ পূর্বক সুমহাঘোর শব্দে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করতে করতে চুরি করে নিল ঐ বালককে।

ইত্যর্থঃ। স চ গলে নিষ্পীড্য গৃহীত ইতি ভাবি কৌতুক-সূচনং চাত্র। আসীনং তত্র মাতৃদৃষ্টিপথ এব ইতি তস্যা বিস্ময়ো দুঃখাতিশয়ো দর্শিতঃ। অর্ভকং প্রকটিতবাল্যং সংবৃতগৌরবমিত্যর্থঃ॥ জী০ ২০॥

২০। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ব্যত্যারূপ দৈত্য, এই বাক্যে ঐ তৃণাবর্তের দুর্বৃত্ততা মহাবলিষ্ঠতা এবং তার কার্য যে প্রতিকারের অতীত—তাই বলা হল। **কংসভৃত্য**—এই পদে তার পরম-দ্বেষভাব ব্যক্ত হল। প্রচোদিতঃ—প্রকৃষ্ট ভাবে প্রেরিত—পূর্বে বালঘাতিনী বলে পূতনাকেই সাধারণ ভাবে তৎকালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ছদ্মময় মূর্তি হলেও মরণ হওয়াতে শঙ্কাকুল হয়ে অমূর্ত শকটা-সুরকে পাঠান হল। তারও মরণ হলে অন্তর্ভীত হয়ে মূর্তামূর্তা ধর্মাবলম্বী বলবান্ দুগ্রহরূপ মহাবায়ুকে প্রকৃষ্ট ভাবে পাঠান হলো। এই কথায় (পরবর্তী ২৭ শ্লোক) ভাবি কৌতুকের সূচনা করা হল, এমন যে আটঘাট বেঁধে পাঠানো, তাও কৃষ্ণের কাছে এক মজার ব্যাপার হল, ঐ মূর্তামূর্তকে গলায় ধরে মেরে ফেললো। **আসীনং**—সেখানে মাতৃদৃষ্টিপথের মধ্যে আসীন, এইরূপে মা যশোদার বিস্ময় দুঃখাতিশয় দেখানো হল। **অর্ভকং**—প্রকাশিত বাল্য রূপ ও ভাব অর্থাৎ আচ্ছাদিত-ঐশ্বর্য বালক॥ জী০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তাবদেব দৈত্যোজহারেতি তদ্ধরণকালে ঐশ্বর্য্য এব শক্ত্যা ভার-লাঘবং কৃতমিতি জ্ঞেয়ং॥ বি০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎকালেই দৈত্য হরণ করে নিল। দৈত্যের হরণ করতে পারার কারণ কৃষ্ণের এশ্বর্যশক্তি ভার লাঘব করলো, জানতে হবে॥ বি০ ২০॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অন্যথা হরণাশক্তে রেণুভিরাবৃণ্বন্, অতএব তত্রত্যানাং চক্ষুংষি তজ্জ্যোতীংষি চ মুষ্ণন্, প্রদিশঃ বিদিশঃ দিশশ্চ॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অন্যথা হরণের ক্ষমতা নেই বলে সেই ধূলিজালে ছেয়ে ফেললো, অতএব সেখানকার সকলের চোখের জ্যোতিও হরণ করে নিল। **প্রদিশঃ দিশঃ**—দিক্ বিদিক্॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দিশো বিদিশশ্চ ঈরয়ন্ প্রতিধ্বনয়ন্॥ বি০ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করতে করতে॥ বি০ ২১॥

২২। মুহূর্ত্তমভবদ্গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃ ম্।
সুতং যশোদা নাপশ্যৎ তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ॥
২৩। নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরঞ্চাপি বিমোহিতঃ।
তৃণাবর্ত্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ॥

২২। অন্বয় ঃ মুহূর্ত্তং গোষ্ঠং রজসা (ধূলিনা) তমসা আবৃতং (অন্ধকারাচ্ছন্নং) অভবৎ যতঃ (যত্র) যশোদা সুতং ন্যস্তবতী তস্মিন্ (তৎস্থানে) [তং] ন অপশ্যৎ।

২৩। অন্বয় ঃ তৃণাবর্ত্তনি সৃষ্টাভিঃ (তৃণাবর্ত্তেন নিক্ষিপ্তানি) শর্করাভিঃ উপাদ্রুতঃ (উৎপীড়িতঃ) বিমোহিতঃ কশ্চন (কোঽপি জনঃ) আত্মানং পরং চ অপি ন অপশ্যৎ।

২২। মূলানুবাদ ঃ এইরূপে ক্ষণকাল গোষ্ঠ ধূলিজালে ও তজ্জনিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যশোদাদেবী শিশুকে যে স্থানে বসিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে আর দেখতে পেলেন না।

২৩। মূলানুবাদ ঃ তৃণাবর্ত নিক্ষিপ্ত ধূলি কঙ্করে উপদ্রুত হয়ে গোকুলবাসিগণ সব অনুসন্ধান ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। তাঁরা আত্মপর কিছু না-দেখতে পেলেন, না-শুনতে পেলেন।

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ রজসা তৎকৃত-তমসা চ শ্রীভগবদ্দর্শনবিনাশকাভ্যাং রজস্তমোগুণাভ্যামাবৃতম্, প্রথমং যোগিনাং হৃদয়মিবাসীদিতি শ্লেষেণোপমা চ তস্মিংস্তত্রৈব স্বপার্শ্বে ন্যস্তবত্যপি, যতো যস্মাদ্রজআদের্হেতোর্নাপশ্যৎ, তস্মিন্নিত্যত্র স্বয়মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এখানে অর্থান্তরে উপমা হচ্ছে—প্রথমে যোগীদের হৃদয়ের মতো পরিষ্কার ছিল চতুর্দিক্, এখন শ্রীভগবদ্দর্শন-বিনাশক রজঃ-তমঃ গুণে যেমন জীব হৃদয় আচ্ছন্ন হয় সেইরূপ ধূলিজালে এবং তৎকৃত অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হল। **তস্মিন্ ন্যস্তবত্যপি**—নিজের পাশেই বসিয়ে রাখলেও দেখতে পেলেন না **যতো**—'যস্মাৎ' রজাদির জন্য দেখতে পেলেন না॥ জী০২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যতো যত্র ন্যস্তবতী তস্মিন্ স্থলে॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যতো—'যত্র' যেখানে **ন্যস্তবতী**—বসিয়ে রেখেছিলেন **তস্মিন্**—সেই জায়গায়॥ বি০ ২২॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পরমন্যমাত্মনমপি নাপশ্যৎ, চকারাৎ কিঞ্চিন্নাশৃণোচ্চ, বিমোহিতঃ কিঞ্চিদনুসন্ধাতুমপ্যাশক্ত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পরম্—পরকে, **আত্মনমপি**—এমন কি নিজেকেও দেখতে পেলে না। 'চ' কারের দ্বারা কিছু শুনতেও পেলেন না। **বিমোহিত**—কিছু অনুসন্ধান করবার পক্ষেও অসক্ত হয়ে পড়লেন, এইরূপ ধ্বনি॥ জী০ ২৩॥

২৪। ইতিখরপবনক্রপাংশুবর্ষে সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ॥

২৪ অন্বয় ঃ ইতি (এবং প্রকারং) খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে (তীব্রবাতচক্রধূলি বর্ষণে সতি) অবলা মাতা (যশোদা) সুতপদবীং (পুত্রচিহ্ন) অবিলক্ষ্য (ন দৃষ্ট্বা) মৃতবৎসকা গৌঃ যথা ভুবি পতিতা অনুস্মরন্তী (নিরন্তরং পুত্রমেব সংস্মরন্তী) অতি করুণং অশোচৎ (বিললাপ)।

২৪। মূলানুবাদ ঃ এই প্রকারে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ুর সহিত ধূলিকঙ্কর বর্ষণ হতে থাকলে মা যশোমতি পুত্র তার কোন পথে গেল, তা বুঝতে না পেরে অনুসন্ধান ক্ষমতা হারিয়ে মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় শোকাভিভূত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে পুত্রকে স্মরণ করতে করতে কেবল অতি করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবমত্যন্তগৌরবপ্রকাশনেনাত্মনোঽনন্যশক্যনয়নং শ্রীভগবতা তল্লীলাশক্ত্যৈব বাৎসল্যেন বোধিতা অপি পুত্রাদর্শনমাত্রেণৈবাত্যাকুলা সতী কিঞ্চিদনুসন্ধাতুমক্ষমা বহু বিললাপেত্যাহ—ইতীতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকার-খর-পবন-চক্র-সংবদ্ধপাংশুবর্ষে সতি সুতস্য পদবীং মার্গং কেনাপি লক্ষণেনানধিগম্যৈব অবলা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমনুসন্ধাতুঞ্চাশক্তা কেবলং ভুবি পতিতা সতী অতিকরুণং কাষ্ঠপাষাণ-বজ্রসারাদীনামপি ভেদকং যথা স্যাত্তথা অনুস্মরন্তী অশোচৎ, তদর্থং বিলাপং চক্রে; যদ্বা, প্রাগশোচৎ, পশ্চান্মোহেন ভুবি পতিতা, যতো মাতা, হি খেদনিশ্চয়ে স্নেহভরেণানুসন্ধানাভাবে পরমার্ত্তত্বে চ দৃষ্টান্তঃ, মৃতেত্যদর্শনমাত্রেণ মহানিষ্টশঙ্কোৎপত্তেঃ॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে অতিশয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করে বালগোপাল সকলের চোক্ষের আড়ালে চলে গেলে শ্রীভগবান্ তার লীলাশক্তি দ্বারাই বাৎসল্যবশে প্রবোধ দিলেও পুত্র-অদর্শন মাত্রেই অত্যন্ত আকুল হয়ে কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুসন্ধানে অক্ষম হয়ে বহু বিলাপ কবতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ইতি। **ইতি**—পূর্বোক্ত প্রকার প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে আবদ্ধ ধূলি বর্ষণ হতে থাকলে পুত্র কোন্ দিকে গেল, ইহা কোনও লক্ষণে ধরতে না পারা হেতু **অবলা**—কোনও কিছু করতে এবং অনুসন্ধান করতে আশক্তা মা যশোমতি কেবল ভূমিলুণ্ঠিতা হয়ে কাষ্ঠপাষাণ-বজ্রসারাদি-বিদারী ভাবে **অনুস্মরন্তি অশোচৎ**—তার কথা বলতে বলতে বিলাপ করতে লাগলেন। অথবা, পূর্বে শোক করলেন, পরে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন,কারণ তিনি যে মাতা,খেদ তো নিশ্চয়ই হবে—স্নেহের আতিশয্যে খোঁজের অভাবেও পরম আর্তি হেতু। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—**মৃত ইতি**—অদর্শন মাত্রেই মহা অনিষ্ট আশঙ্কা উৎপত্তি হেতু মৃতবৎসা গাভীর মত॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ খরপবন চক্রাৎ পাংশু বর্ষে সতি অবিলক্ষ্য অদৃষ্ট্বা॥ বি০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ খরপবন-আবর্ত থেকে ধূলা বর্ষণ হতে থাকলে **অবিলক্ষ্য**—(পুত্রকে) না দেখে॥ বি০ ২৪॥

২৫। রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারত পাংশুবর্ষবেগে॥
২৬। তৃণাবর্তঃ শান্তরয়োবাত্যারূপধরোঽহরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশকোদ্ভূরিভারভৃৎ॥

২৫। অন্বয়ঃ উপারত পাংশুবর্ষবেগে (নিবৃত্তঃ ধূলিবর্ষণস্য বেগঃ যস্মিন্ তথাভূতে) পবনে গোপ্যঃ রুদিতম্ অনুনিশম্য (ক্রন্দনং শ্রুত্বা) তত্র নন্দসূনুং (নন্দনন্দনং) অনুপলভ্য (অদৃষ্ট্বা) অনুতপ্তধিয়ঃ অশ্রুপূর্ণ-মুখ্যঃ রুরুদুঃ (চক্রন্দুঃ)।

২৬। অন্বয়ঃ বাত্যারূপধরঃ তৃণাবর্তঃ কৃষ্ণং হরন্ নভোগতঃ ভূরিভারভৃৎ (অতীব ভারধারী) শান্তরয়ঃ নিবৃত্ত-গমনবেগ সন্) গন্তুং ন অশক্নোৎ (ন সমর্থোঽভূৎ)।

২৫। মূলানুবাদঃ কিছুকাল পর যখন ধূলাবর্ষণবেগশূণ্য ভাবে বায়ু বইতে লাগল তখন প্রতি-বেশিনী গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর ঘরে কান্নার রোল শুনে সেখানে গিয়েও নন্দসূনুকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ মুখে রোদন করতে লাগলেন।

২৬। মূলানুবাদঃ ঘূর্ণিবায়ুরূপধারী তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে আকাশে চলে গেল। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ কর্তৃক আবিষ্কৃত অতি ভারে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁর বেগ শান্ত হয়ে পড়ল। অন্যত্র যেতে পারল না।

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ পবনে উপারতপাংশুবর্ষবেগে সতি গোপ্যঃ প্রতিবেশিন্যঃ তত্র চ শ্রীব্রজেশ্বরী গৃহে রুদিতম্ অনুনিশম্য বীপ্সয়া শ্রুত্বা তত্র চ শ্রীনন্দসূনুমনুপলভ্য গত্বাপ্যদৃষ্ট্বা ভৃশমনু-তপ্তধিয়ঃ সত্যস্তত এবাশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ সত্যো রুরুদুঃ। অনুরক্তেতি পাঠে শ্রীনন্দপত্ন্যাং শ্রীনন্দসূনৌ চানুরক্তা ধীর্যাসাং তাঃ। নন্দসূনুমিতি—শ্রীনন্দস্য, তদনুগত্বাৎ শ্রীব্রজবাসিনাঞ্চ সর্ব্বেষাং রোদনং সূচয়তি॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গোপ্য—প্রতিবেশী গোপগণ **উপারত ইত্যাদি**—ধূলাবর্ষণবেগশূন্য ভাবে বায়ু বইতে থাকলে এবং ব্রজেশ্বরীর ঘরে **রুদিতমনুনিশম্য**—কান্না বার বার শুনে এবং নন্দসূনুকে সেখানে গিয়েও না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত অনুতপ্ত বুদ্ধি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোদন করতে লাগলেন। **নন্দসূনুম্ ইতি**—এই বাক্যের ধ্বনি—নন্দের অনুগত বলে ব্রজবাসী সকলেরই রোদন সূচিত হচ্ছে॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ উপারতঃ পাংশুবর্ষস্য বেগো যস্মিংস্তথাভূতে পবনে সতি। তত্র ব্রজেশ্বর্য্যা রুদিতং নিশম্য অনু পুরান্তরাদপি গোপ্য আগত্য তত্র রুরুদুঃ॥ বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ধূলাবর্ষণ বেগ থেমে গিয়েছে, এরূপ বায়ুর অবস্থা হলে। 'রুদিতম্ নিশম্য' কান্না শুনে 'অনু' পুরি থেকে যে সব স্থান দূরে সেখান থেকেও গোপীগণ এলেন। ব্রজেশ্বরীর ঘরে এসে কাঁদতে লাগলেন॥ বি০ ২৫॥

২৭। তমশ্মানং মন্যমান আত্মনোগুরুমত্তয়া।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্ ॥

২৭। অন্বয় ঃ গুরুমত্তয়া (অতিভারতয়া) তং (কৃষ্ণং) অশ্মানং (পর্ব্বত প্রায়ং) মন্যমানঃ আত্মনঃ (স্বস্য) গলে গৃহীতং (তেনৈব বাল্যলীলয়া স্বপতন ভয়াৎ কর যুগলেন ধৃতং) অদ্ভুতার্ভকং (লোকাতীতং বালকং) উৎস্রষ্টুং (ত্যক্তুং) ন অশক্নোৎ।

২৭। মূলানুবাদ ঃ অতি ভারী হওয়াতে নীলমণি পর্বত বলে প্রতীয়মান, গলে চেপে ধরে থাকা সেই অদ্ভুত বালককে ছুড়ে ফেলে দিতে চাইলেও তা পারল না তৃণাবর্ত।

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তৎশ্চ তেষামার্ত্তিরোদনে নভোগমনলীলাং বিহায় দৈত্যং হন্তমুদ্যত ইত্যাহ—তৃণেতি, তৃণাবর্ত্তো বাত্যারূপধরঃ কৃষ্ণং হরন্ নভোগতো ভূত্বা, তত্র তেনাবিষ্কৃত-ভারেণ ভূরিভারভৃৎ সন্ তত এব চ শান্তরয়ঃ সন্ গন্তুং নাশক্নোৎ ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর তাঁদের আর্তিরোদনে আকাশে ওড়ন-লীলা ত্যাগ করে বালগোপাল দৈত্যকে হত্যা করতে উদ্যত হল,—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তৃণেতি। **তৃণাবর্তঃ**—ঘূর্ণিবাতাস রূপধর তৃণাবর্ত অসুর, কৃষ্ণকে হরণ করে আকাশগত হয়ে, সেখানে কৃষ্ণের দ্বারা আবিষ্কৃত ভারে **ভূরিভারভৃৎ**—ভূরিভারধারী হয়ে পড়ায়, অতঃপর শান্তবেগ হওয়াতে অন্যত্র সরে যেতে পারল না ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রথমং কৃষ্ণং বালকান্তরমিব হরন্ নভঃ অত্যূর্দ্ধং গতঃ ততশ্চ ভূরি-ভারভৃদিতি তত্র ঊর্দ্ধপ্রদেশে মহাভারং তং প্রতিযন্ শান্তরয়ঃ ততশ্চ বোঢ়ুমসমর্থ এব ততো গন্তুং নাশক্নোৎ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রথমে কৃষ্ণকে বালক তুল্য হরণ করে নিয়ে **নভঃ**—অতি উপরে (উঠে গেল)। অতঃপর **ভূরিভারভৃৎ**—সেখানে ঊর্ধ্ব প্রদেশে মহাভার তাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য শান্ত বেগ হল। অতঃপর বইতে অসমর্থ হয়ে সেখান থেকে সরে যেতে অসমর্থ হল ॥ বি০ ২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অশ্মন্তমশ্মবন্তং নীলমণিপর্ব্বতং, ন তু নন্দসূনুং তং মন্য-মানঃ; অতো হরণাশক্ত্যা চ মোক্তুমিচ্ছন্নপি নাশকৎ, যতস্তেনৈব গলে গৃহীতঃ, অতএবাদ্ভুতং লোকাতীতং কৌতুকাবহং বার্ভকম্। অশ্মন্তমিতি যুবোরনাকাবিতি জ্ঞাপকাৎ ছান্দসো বলোপঃ, কিন্তু পাঠোঽয়ং ক্বচিদেব। অশ্মানমিতি পাঠস্তু বহুত্র, অত্র তু মতুব্লোপশ্ছান্দসঃ। অশ্মার্ণমিতি পাঠশ্চ বহুত্র, টীকা চ তত্র তত্র তত্তৎ-প্রকারৈব; অত্রার্ণ-শব্দেন বর্ণ উচ্যতে, আগমাদৌ তথা দৃষ্টত্বাৎ। বর্ণশব্দেন চ আভা ভণ্যতে, অশ্ম-শব্দেন কথঞ্চিৎ পর্ব্বত ইতি। অত্র চ যথা হি কেনচিদুচ্চৈর্নীয়মানো বালকো ভয়াত্তদ্গলং গৃহ্নাতি তদ্বদ্গলগ্রহণাদিনা লৌকিকবাল্যলীলা চ ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অশ্মানং—নীলমণি পর্বত বলে প্রতীয়মান নন্দের ছোট্ট মৃদুল বালক বলে প্রতীয়মান নয়; অতএব হরণ করতে অক্ষমতা হেতু নিজেকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক

২৮। গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে॥

২৮। অন্বয় ঃ গলগ্রহণ নিশ্চেষ্টঃ (গলদেশে পীড়নেন নিষ্ক্রিয়ঃ) নির্গত লোচনঃ অব্যক্তঃরাবঃ (অস্ফুটশব্দঃ) দৈত্যঃ (তৃণাবর্ত্তঃ) ব্যসু (বিগতপ্রাণঃ) সহবালঃ (শ্রীল বালগোপালেন সহ) ব্রজে ন্যপতৎ।

২৮ মূলানুবাদ ঃ গলগ্রহণে নিশ্চেষ্ট, নির্গত লোচন, অবোধ্য আর্তনাদী সেই দৈত্য মৃত অবস্থায় ব্রজে এসে চিৎ হয়ে পড়ল বালক সহ।

হয়েও তা পারল না;—তার দ্বারাই গলায় চেপে ধরে থাকা হেতু। অতএব **অদ্ভুত অর্ভকম্**—'অদ্ভুত' লোকাতীত অথবা কৌতুকাবহ বালক। এ বিষয়ে আরও বলবার—যেমন নাকি কোনও বালককে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে ধরতে নিলে ভয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে সেইরূপ তৃণাবর্তের গলায় জড়িয়ে ধরে থাকাতে লৌকিক বাললীলার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ নিষ্পন্ন স্বীয় নভোবিহারাভিলাষো নিষ্পাদিতস্বর্গপুরপুরন্ধ্রী-কর্তৃক স্বদর্শনাভিলাষশ্চ বালঃ কৃষ্ণস্তং হন্তুং প্রববৃতে ইত্যাহ তমিতি। আত্মনঃ সকাশাদপ্যতিগৌরবত্বেন তং অশ্মন্তং অশ্মবন্তং পর্ব্বতং মন্যমানঃ উৎস্রষ্টুং নিঃসারয়িতুং নাশকৎ। তত্র হেতুঃ গলে গৃহীতঃ তেনৈব বাল্য-লীলয়া স্বপতন ভয়াদিতি ভাবঃ। অশ্মন্তমিতি যুবোরনাকাবিতিবদ্বলোপশ্ছান্দসঃ। অশ্মানমিতি পাঠে মতু-ব্লোপশ্চ। অশ্মার্ণমিতি পাঠে অশ্মার্ণবং শিলাসমুদ্রমিবেত্যর্থঃ॥ বি০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর নিজের আকাশ-বিহারের ইচ্ছা সমাধা হয়ে গেলে এবং স্বর্গপুর রমণীদের তাকে দর্শনের অভিলাষ নিষ্পাদিত হয়ে গেলে বালকৃষ্ণ ঐ দৈত্য বধ করার জন্য প্রবৃত্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তম্ ইতি।

অশ্মানং—নিজের থেকেও অতি ভারী হওয়াতে তাঁকে পর্বত বলে মনে হতে লাগল। **উৎস্রষ্টুং ইতি**—তৃণাবর্ত ঐ বালককে ঝেড়ে ফেলে দিতে পাড়লো না, কারণ বাল্যলীলা হেতু নিজের পড়ে যাওয়ার ভয়ে গলায় জাপটে ধরে ছিল ঐ বালক॥ বি০ ২৭॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গলগ্রহণেনৈব নিশ্চেষ্টঃ, হস্তপাদপ্রক্ষেপণাদাবশক্ত ইত্যর্থঃ। গলগ্রহণাদেব নির্গতে বহির্নিঃসৃতে লোচনে যস্য সঃ, কিঞ্চ ন ব্যক্তং কিমুক্তমিতি বোদ্ধুমশক্য রাব আর্ত্তনাদো যস্য সঃ; সহবালঃ শ্রীল-বালগোপাল-সহিতঃ, ব্যসুর্মৃতঃ ব্রজমধ্যে নিতরাং পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বাঙ্গপাতম-পতৎ। পূর্ব্বং পূতনায়াঃ পাদাদিবিক্ষেপেণ মহার্ত্তনাদেন চ ব্রজবাসিনাং মহাভয়ং বৃত্তমাসীৎ, তদধুনা মাভূদিতি গলগ্রহণেন নভস্যেব মারণম্, অতএব নভসি গমনার্থং তৃণাবর্ত্তেন স্বস্য হারণমপীতি তত্ত্বম্॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গলায় চেপে ধরাতেই নিশ্চেষ্ট, হস্তপদাদি ছুঁড়তেও অসমর্থ। **নির্গত লোচন**—গলায় চেপে ধরাতেই চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসা সেই দৈত্য। আরও, **অব্যক্ত রাবো**—বুঝবার পক্ষে অসাধ্য আর্তনাদী। **সহবাল**—শ্রীল-বালগোপাল সহিত। **ব্যসুব্রজে**—

২৯। তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালম্।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ॥

২৯। **অন্বয়** ঃ সমেতাঃ (মিলিতাঃ) স্ত্রিয়ঃ রুদত্যঃ অন্তরিক্ষাৎ (আকাশাৎ) শিলায়াং পতিতং বিশীর্ণসর্বাবয়বং (চূর্ণিতসর্বাঙ্গং) করালং (ভীষণং) তং (তৃণাবর্ত্তং) রুদ্রশরেণ বিদ্ধং পুরং (ত্রিপুরাসুরং) [ইব] দদৃশুঃ (অবলোকিত বত্যঃ)।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ রুদ্রবাণে ত্রিপুরাসুরের মতো আকাশ থেকে শিলার উপরে পতিত ও বিধ্বস্ত সর্বাবয়ব সেই ভীষণ দৈত্যকে প্রথমে দেখতে পেলেন, শ্রীযশোদার আশেপাশের ক্রন্দনরত স্ত্রীগণ।

'ব্যসুঃ' মৃত—'ব্রজে'—ব্রজমধ্যে—'ন্যপতৎ নিতরাং' অর্থাৎ চিৎ হয়ে মাটিতে সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো। পূর্বে পূতনার হাত-পা প্রভৃতি ছোড়াতে এবং মহা আর্তনাদে ব্রজবাসিদের মহাভয়ের ব্যাপার হয়েছিল—এখন যেন তা না হয়, এজন্যই গলা চেপে আকাশ পথে মারণ, অতএব আকাশে যাওয়ার জন্য তৃণাবর্তের দ্বারা নিজেকে চুরি করানোও হল, এইরূপ তত্ত্ব॥ জী০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ শিলায়াং পশুপাদসম্মর্দ্দকর্দ্দমানুদ্ভবার্থং গৃহান্তিকে শিলাবদ্ধভূভাগ এব, ন ত্বন্যস্য কস্যচিদুপরীত্যর্থঃ। অনেন পূতনাবদ্বৃক্ষবর্গচূর্ণনং পরিহৃতম্, অতএব বিশেষতঃ শীর্ণা ভগ্নাঃ সর্ব্বে অবয়বা যস্য, করালাং কঠিনতরাঙ্গমপি; যদ্বা, অতএব করালং রৌদ্রম্। আকাশান্নিশ্চেষ্টতয়া পতনে দৃষ্টান্তঃ—পুরমিতি। তত্রাপি বিশীর্ণেত্যাদি যোজ্যম্। সমেতাঃ শ্রীযশোদা-পার্শ্বমিলিতাঃ; যদ্বা, অন্যোঽন্যং মিলিতাঃ সত্যো রুদন্ত্যঃ বা সমেতাঃ সর্ব্বা এব যুগপদ্দদৃশুঃ; যতঃ স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীত্বেন প্রেমকোমল স্বভাবতঃ স্নেহবিশেষেণ শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা ইত্যর্থঃ। অতএব তাসাং শোকাধিক্যেন শীঘ্রতদপনোদনার্থং তাসামেবান্তিকে নিপাতনাদাদৌ তাভিস্তদ্দর্শনম্॥ জী০ ২৯

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **শিলায়াং**—তৃণাবর্ত শিলার উপর পড়ল। অর্থাৎ গরু-মোষাদির খুরের অঘাতে আঘাতে যাতে কাদা না হয়ে যায় সেই জন্য ঘরের নিকটে শান বাঁধানো স্থানে পড়ল। অন্য কোনও কিছুর উপরে নয়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, পূতনার মতো গাছপালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে যে পড়ল, তা নয়। অতএব **করালং**—তার দেহ অতি কঠিন অথবা 'রৌদ্রম্' ভীষণ হলেও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো, হস্তপদাদি সর্বাঙ্গ। আকাশ থেকে নিশ্চেষ্ট ভাবে পতনের দৃষ্টান্ত—পরম ইতি। রুদ্রশরে বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের দেহ যেমন আকাশ থেকে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল, সেইরূপ। **সমেতাঃ**—যশোদার পার্শ্বে মিলিতা (স্ত্রীগণ)। অথবা 'সমেতাঃ' পরস্পর মিলিত হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে দেখতে পেলেন। অথবা 'সমেতাঃ' একসঙ্গে ক্রন্দনপরায়ণ হয়ে, স্ত্রীগণ সকলেই যুগপৎ দেখতে পেলেন। 'যতঃ স্ত্রিয়ঃ' যেহেতু এরা স্ত্রীজাতি, তাই প্রেমকোমল-স্বভাব বশতঃ স্নেহ বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ-আসক্ত চিত্তা। অতএব এঁদের শোকাধিক্য হেতু শীঘ্র তা দূর করবার জন্য তাঁদেরই নিকটে পড়ে গিয়ে প্রথমে তাদের নয়ন গোচর হলেন কৃষ্ণ॥

৩০। প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ কৃষ্ণঞ্চ তস্যোরসি লম্বমানম্।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।
গোপশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্॥

৩০। অন্বয়ঃ তস্য (দৈত্যস্য) উরসি (বক্ষসি) লম্বমানং (স্থিতং) বিহায়সা (গগন মার্গেণ) পুরুষাদ-নীতং (দৈত্যেন অপহৃতং) মৃত্যু মুখাৎ প্রমুক্তং তং স্বস্তিমন্তং (কুশলিনং) কৃষ্ণঞ্চ মাত্রে (যশোদায়ৈঃ) প্রতিহৃত্য (সমর্প্য) বিস্মিতাঃ নন্দ মুখ্যাঃ গোপাঃ কিল (নিশ্চিতম্) গোপ্যঃ (শ্রীযশোদাদ্যাঃ) চ পুনঃ লব্ধ্বা (শ্রীকৃষ্ণং পুনঃ প্রাপ্য) অতীব মোদং (পরমানন্দং) প্রাপুঃ।

৩০। মূলানুবাদঃ সেই অসুরের বুকে লম্বমান্ সর্বথা কল্যাণী বালকৃষ্ণকে উঠিয়ে নিয়েই অমনি মা যশোদার কোলে দিয়ে দিলেন ঐ স্ত্রীগণ—তাঁরা নিজেদের ভাগ্য বিচার করে বিস্মিতা হলেন। আকাশে দৈত্য কর্তৃক নীত হয়েও ঐ মৃত্যুমুখ-নির্মুক্ত কৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে শ্রীযশোদা প্রভৃতি গোপীগণ ও নন্দাদি গোপসকল অতীব আনন্দিত হলেন।

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ততঃ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্টবতীনাং চেষ্টামাহ—প্রদায়েত্যর্দ্ধকেন। হস্তদ্বয়-গৃহীতাদ্গলাদুরসি লম্বমানং, পূর্বমাবেগস্য বলবত্ত্বাৎ পশ্চাদেব বিস্ময়ঃ। দৈত্যোরসি লম্বমানত্বেনালভ্য-লাভাদিনা তস্যাঃ পরমভাগ্যানুসন্ধানেন চ বিস্মিতাঃ। অনন্তরং যমুনায়ামেব তচ্ছরীরং বাহয়ামাসুরিতি জ্ঞেয়ম্। স্বস্তিমন্তং সর্বথা কুশলিনম্; স্বস্তিমত্ত্বমেবাহ—বিহায়সা পুরুষাদেন নীতম্, অতোঽস্মদদৃশ্যাগম্য-স্থানে ভক্ষ-কেণ নীতত্বান্মৃত্যু-তুল্যস্য তস্যাহারত্বেন মুখং প্রাপ্তমপি তস্মাৎ প্রকর্ষেণ ক্ষতাদি-রাহিত্যেন মুক্তম্ উর্ব্বরিত-মিতি; যদ্বা, বিহায়সা পুরুষাদেন নীতমিতি অত্যুচ্চপাতাদি-সম্ভবাৎ সাক্ষান্মৃত্যুমুখমিবাপ্রাপ্তমপি তস্মাৎ প্রযুক্তম্; কিন্তু স্বস্তিমন্তং স্বাস্থ্যযুক্তং দুষ্টস্পর্শাদিনাপি কিঞ্চিৎ বিকারেণাপি অসংবদ্ধাৎ, অতস্তং প্রাপ্যৈব মোদং প্রাপুঃ; স্বস্তিমন্তং প্রাপ্য চাতীব মোদং প্রাপুরিত্যর্থঃ। গোপ্যঃ শ্রীযশোদাদ্যাঃ, তাসামাদৌ নির্দ্দেশ-স্তাভিঃ প্রাগ্লব্ধত্বাৎ স্নেহবিশেষেণ মোদাধিক্যাচ্চ। গোপাশ্চ কিল নিশ্চিতং তাদৃশং লব্ধ্বা পুনরপি পূত-নাদি-ভয়াপেক্ষয়া কিংবা জন্মাপেক্ষয়া পুনর্জাতমিবেত্যর্থঃ॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা প্রথমে দেখতে পেল, তাঁদের চেষ্টা বলা হচ্ছে—'প্রাদায় ইতি অর্ধেক শ্লোকে।

দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে থাকাতে বক্ষোপরি লম্বমান্। প্রথমে আবেগের বলবত্ত্বা থেকে পরে উদিত হল বিস্ময়। **বিস্মিতাঃ**—দৈত্যবক্ষে ঝুলে থেকেও যে বেঁচে যাওয়া, এ অলভ্য-লাভ—এইসব কারণে এবং তাঁদের পরমভাগ্য অনুসন্ধান হেতু বিস্মিতা। অনন্তর ঐ দৈত্যের দেহের ভগ্নাংশ যমুনায় ভাসিয়ে দেওয়া হল, এরূপ বুঝতে হবে। **স্বস্তিমন্তম্**—সর্বথা কল্যাণ বিশিষ্ট। কিরূপ কল্যাণ বিশিষ্ট, তাই বলা হচ্ছে—'বিহায়সা' ইত্যাদি বাক্যে। মানুষ-খেঁকো দ্বারা আকাশে নীত। অতএব আমাদের অদৃশ্য স্থানে সেই ভক্ষকের দ্বারা নেওয়া হেতু মৃত্যুতুল্য সেই দৈত্যের আহাররূপে মুখের নিকটে গিয়েও তাঁর থেকে

৩১। অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্বিমুচ্যতে॥

৩১। অন্বয় ঃ অহো বত অত্যদ্ভুতম্ এষ বালঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রক্ষসা (রাক্ষসেন) নিবৃত্তিং গমিতঃ (মৃত্যুং প্রাপিতঃ) অপি পুনঃ অভ্যগাৎ (পুনরাগতঃ) হিংস্রঃ খলঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ (বিনাশিতঃ) সাধুঃ সমত্বেন (সর্বত্র সমদর্শনেন) ভয়াৎ বিমুচ্যতে।

৩১। মূলানুবাদ ঃ অহো এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এই বালক নরখাদক রাক্ষস কর্তৃক শেষ দশায় নীত হয়েও পুনরায় আমাদের নিকট ফিরে এসেছে। হিংস্রখল নিজ পাপের দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর সাধু বালকের মতো শত্রুমিত্রে তুল্যবুদ্ধি হেতু ভয়মুক্ত হয়ে থাকে।

প্রমুক্তং—প্রকর্ষের সহিত মুক্ত অর্থাৎ ক্ষতাদি রহিত ভাবে মুক্ত, তাও আবার সতেজ অবস্থায়। **গোপ্যঃ**—যশোদাদি গোপীগণ—এদের আগে উল্লেখ হল, তারাই আগে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন বলে এবং তাদেরই স্নেহবিশেষ হেতু আনন্দের আধিক্য আছে বলে। গোপগণও **কিল**—নিশ্চয়ই (আনন্দিত হলেন)। 'তাদৃশং' লব্ধা পুনরপি'—অর্থাৎ এই অবস্থার ভিতরে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে—এখানে 'পুনঃ' শব্দটি দেওয়া হল পূর্বের পূতনাদির কবল থেকে প্রাপ্তির অপেক্ষায়, কিম্বা মাতৃগর্ভ থেকে যে জন্ম সেই জন্মের অপেক্ষায়—যেন পুনরায় জাত হল, এইরূপ অর্থ॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তস্যোরসি লম্বমানং কৃষ্ণং আদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতা বভূবুঃ। উরসীতি কৃষ্ণস্য ব্যথাভাবঃ সূচিতঃ। অসুরস্য পৃষ্ঠপ্রদেশে এব শিলা পতিতত্বাৎ। বিহায়সা গগণমার্গেণ পুরুষাদেন মনুষ্যভক্ষকেণ নীতং অতএব মৃত্যোর্মুখাদিব মুক্তং॥ বি০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ঐ দৈত্যের বক্ষে দোদুল্যমান্ কৃষ্ণকে হাতে উঠিয়ে নিয়েই অমনি যশোদার কোলে দিয়ে দিলেন। তাঁরা বিস্মিতা হলেন। **উরসি ইতি**—বক্ষে দোলায়মান্—এ বাক্যে অসুরের পৃষ্ঠদেশ শিলার উপর পড়ার দ্বারা ব্যথার অভাব সূচিত হচ্ছে। **বিহায়সা**—আকাশ পথে। **পুরুষাদেন**—মনুষ্য ভক্ষকের দ্বারা অপহৃত—অতএব মৃত্যুমুখ থেকে যেন মুক্ত॥ বি০ ৩০॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং তেষাং নিরন্তরং স্নেহবিশেষ এব ব্যবর্দ্ধত, ন চ তদ্বিঘাতকমীশ্বরজ্ঞানং বৃত্তমিত্যন্যোঽন্যং তেষাং হর্ষবার্ত্তয়ৈবাহ—অহো বতেতি, পরম বিস্ময়েঽত্যন্তহর্ষে বা; অত্যদ্ভুতমেবাহুঃ—এষ ইত্যাদিনা; এষ ব্রজৈকপ্রাণরূপঃ পরমসুকুমাররোঽভিনবো বালঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমশক্ত ইত্যর্থঃ। নিবৃত্তিং গমিতোঽপি পুনরভ্যগাৎ অস্মদভিমুখং প্রাপ্তঃ। অভি অভয়ং যথা স্যাত্তথা বা,শত্রোরপি মরণাৎ; নাদ্ভুতং চৈতদিত্যাহুঃ-হিংস্রঃ ইতি। বিচারহীনঃ জিঘাংসুঃ খলো বঞ্চকঃ, অতঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ, সাধুর্হিংসা-মত্ততাদিদোষরহিতঃ সমত্বেনাত্মবৎ পরমসুখ-দুঃখ-দর্শনজেন পুণ্যেন প্রমুচ্যতে প্রমুক্ত ইত্যর্থঃ। এবং পুনঃ পুনরুপদ্রবেণ দুষ্টকংসাদপি চিন্তা ন কার্য্যেতি ভাবঃ। সাধুরিতি শ্রীনন্দমুদ্দিশ্যোক্তং, গোপসাধারণবাক্যত্বাৎ। যদ্বা, হিংস্র ইত্যাদিকমর্থান্তরন্যাসে, তত্র চ বিহিংস্যত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে তাদের নিরন্তর স্নেহ বিশেষ বেড়েই চলল। স্নেহ-বিঘাতক ঈশ্বর-জ্ঞান হল না, তাই তাদের পরস্পর এইরূপ আনন্দোচ্ছল আলাপ চলতে লাগল, এই আশয়ে—অহো বত ইতি। **অহো বত**—পরম বিস্ময়ে, অথবা, অত্যন্ত আনন্দে। **অতি অদ্ভুতম্**—কি অদ্ভুত, তাই বলা হচ্ছে—'এষ' ইত্যাদি। **এষ**—এই ব্রজৈক প্রাণস্বরূপ পরম সুকুমার অভিনব শিশু কিছুমাত্রও করতে অক্ষম। **নিবৃত্তিং ইত্যাদি**—শেষ হয়ে গিয়েও পুনরায় **অভ্যগাৎ**—'অভিমুখং প্রাপ্তঃ' আমাদের কাছে ফিরে এল। অথবা অভ্যগাৎ 'অভি' যাতে অভয় হওয়া যায় সেই ভাবে, ফিরে এল—শত্রুর মরণ হেতু। এ কিছু অদ্ভুত নয়, এই আশয়ে-হিংস্র ইতি। **হিংস্র**—বিচারহীন বধেচ্ছু। **খল**—বঞ্চক। **স্বপাপেন বিহংসিত**—নিজ পাপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। **সাধুঃ**—হিংসা মত্ততাদি দোষ-রহিত। **সমত্বেন**—পরের সুখ-দুঃখ আত্মবৎ দর্শনজনিত পুণ্যে **প্রমুচ্যতে**—প্রকৃষ্ট ভাবে মুক্ত হয়। এই-রূপে অতি দুষ্ট যে কংস তার থেকেও পুনঃ পুনঃ উপদ্রবে চিন্তা করবার কিছু নেই, এইরূপ ভাব প্রকাশিত হল এখানে। **সাধু ইতি**—এই পদটি এখানে শ্রীনন্দকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। গোপসাধারণের কথা এটি, কাজেই এরূপই বুঝা যায়। অথবা, হিংস্র ইত্যাদি কথার অন্য প্রকার অর্থ করলে সেখানেও 'বিহিংসিত' বিনষ্ট হয়, এরূপ অর্থই আসে॥ জী॰ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং বালত্বেঽপি মহাসুর হন্তৃত্ব লক্ষণৈশ্বর্য্যেণ প্রকটোদ্ভূতেনাপি তেষাং নন্দাদীনাং বাৎসল্যং ন জহাস প্রত্যুতাবর্দ্ধতৈবেত্যাহ অহোবতেতি ত্রিভিঃ। অদ্ভুতাদপি যদদ্ভুতং তস্মাদপ্যদ্ভুতমেতৎ যদেষ বালো নিবৃত্তিং অমঙ্গল ব্যঞ্জকত্বান্মরণ নাশাদি শব্দেন বক্তুমনর্হাং দশাং প্রাপি-তোঽপি অভ্যগাৎ পুনর্বন্ধুনামভিমুখং প্রাপ্তঃ। কোঽত্র বিস্ময়ো যুজ্যত এবেতি তেষ্বেব মধ্যে কেচিদাহুঃ হিংস্র ইতি স্বপাপেন নিরপরাধনববালক হরণ লক্ষণেন। সাধুর্বালকঃ সমত্বেন বালত্বাদেব শত্রুমিত্রাদিষু তুল্য বুদ্ধিত্বেন॥ বি॰ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপে ছোট্টমুহূল বালক অবস্থা হলেও তারই মধ্যে স্পষ্ট উদয় প্রাপ্ত মহাসুর মারণরূপ ঐশ্বর্য; কিন্তু তার দ্বারা নন্দাদির বাৎসল্য হ্রাস পেল না; প্রত্যুত বেড়েই গেল। তাই বলা হচ্ছে—অহো বত ইতি, তিনটি শ্লোকে। **অতি অদ্ভুতং এতৎ**—অদ্ভুত থেকেও যা অদ্ভুত, তার থেকেও অদ্ভুত এই ব্যাপারটা। যেহেতু **এষঃ বালো**—এই শিশু **নিবৃত্তিং**—শেষদশা—অমঙ্গল ব্যঞ্জকতা হেতু 'মরণ-নাশাদি' শব্দে বলার অযোগ্য বলে এই 'নিবৃত্তি' শব্দটি ব্যবহার করা হল। এই শেষদশা পাওয়ানো হলেও **অভ্যগাৎ**—পুনরায় বন্ধুদের নিকটে এসে গেল। এদের মধ্যে কেউ একজন বললেন—এতে আর বিস্মিত হওয়ার কি আছে? **হিংস্র ইতি**—। **স্বপাপেন**—নিরপরাধ বালকহরণরূপ নিজ পাপে। **সাধু সমত্বেন**—সাধু ও বালকের সমভাব, সেই জন্য বালভাবেই সাধুর শত্রু মিত্রাদিতে তুল্য বুদ্ধি। এই হেতু তারা ভয় থেকে বিমুক্ত হয়॥ বি॰ ৩১॥

৩২। কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চ্চনং পূর্ত্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্।
যৎ সম্পরেতঃ পুনরেব বালকো দিষ্ট্যা স্ববন্ধুন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ॥

৩২। অন্বয় ঃ নঃ (অস্মাভিঃ) কিং তপঃ চীর্ণং (কৃতং) অধোক্ষজার্চনং (ভগবদারাধনং বা কৃতং) উত (অথবা) ভূত সৌহৃদং (প্রাণিহিতকরং) পূর্ত্তেষ্টদত্তং (বাপী-কূপাদি নির্মাণং পঞ্চ যজ্ঞাগ্নিং হোত্রাদি দত্তং দানং এতৎ সর্বং কৃতং) যৎ দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যেন) সম্পরেত (মৃত্যুমুখগতোঽপি) বালকঃ পুনঃ এব সবন্ধুন্ প্রণয়ন্ উপস্থিতঃ।

৩২। মূলানুবাদ ঃ অহো না-জানি আমরা কত তপস্যা, কত দান, কত ভূতমঙ্গল এবং কত কৃষ্ণার্চন করেছিলাম, যার ফলে সৌভাগ্য বশতঃ নিজজনদের পুনরায় প্রণয়ে উজ্জীবিত করে তুলতে তুলতে ফিরে এল আমাদের বালক।

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পুনঃ প্রহর্ষেণাত্ম-ভাগ্যমভিনন্দন্তস্তথৈবাহুঃ—কিমিতি। অধোক্ষজস্যার্চ্চনং যস্মাত্তদর্পিতত্বাৎ তদ্ভক্তিসাধকমিত্যর্থঃ। 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে' (শ্রীভা০ ১।২।৬) ইত্যুক্তেঃ। তাদৃশং তপ-আদি, তত্র তপঃকৃচ্ছ্রাদি পূর্ত্তাদিকঞ্চোক্তম্। বাপীকূপ-তড়াগানি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ অগ্নিহোত্রং তপঃসিদ্ধং বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥ শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্। বহির্বেদ্যাঞ্চ যদ্দানং তদ্দত্তমভিধীয়তে॥' ইতি। যদ্বাধোক্ষজস্যার্চ্চনরূপং তপ-আদি, তত্র তপ একাদশীব্রতাদি, পূর্ত্তাদিকঞ্চ তৎসেবাঙ্গত্বেন কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। এব সাদৃশ্যে, সংপরেত ইব পুনরপি স্ববন্ধুন্ প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ স্বজনান্ জীবয়ন্নিতি যাবৎ; উপস্থিতঃ সমীপমাগতঃ॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পুনরায় আনন্দোচ্ছলতায় নিজ ভাগ্যকে অভিনন্দিত করতে করতে সেইরূপই বলতে লাগলেন—কিমিত।

অধোক্ষজার্চনং—শ্রীভগবানের অর্চনরূপ তপস্যাদি শ্রীভগবানে অর্পণ হেতু শ্রীভগবৎ ভক্তি-সাধক হয়ে থাকে—"জীবের সেইটিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যার থেকে শ্রীভগবানে ভক্তি হয়।"—(ভা০ ১।২।৬)—এইরূপ শাস্ত্রোক্তি হেতু। তাদৃশ তপ-আদি—এখানে তপস্যা, কষ্টসাধ্যব্রতাদি, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উক্ত হল।—"দিঘি-কূপ-জলাশয়-দেবমন্দির নির্মাণ এবং অন্ন প্রদান-বাগান নির্মাণ প্রভৃতিকে পূর্ত বলা হয়। যজ্ঞ-তপস্যা-বেদপাঠ, অতিথি সেবা, বৈশ্ব দেবাদি দেবকর্ম এই সবকে ইষ্ট বলা হয়। শরণাগত পালন এবং ভূতগণকে অহিংসন এবং বহির্বেদীতে যে দান তাকে 'দত্ত' বলা হয়।" অথবা, **অধোক্ষজার্চনং**—শ্রীভগবানের অর্চনরূপ তপ-আদি, এখানে 'তপ' পদে একদশী ব্রতাদি এবং পূর্তাদি শ্রীভগবানের সেবা-অঙ্গ হিসাবেই কৃত, এইরূপ বুঝতে হবে। **সংপরেত এব**—'এব' শব্দে 'ইব' সাদৃশ্যে, যেন মৃত। এরূপ হয়েও পুনরায় নিজ বন্ধুদের আনন্দোৎফুল্ল করতে করতে—নিজজনদের জীবন দান করতে করতে। **উপস্থিত**—নিকটে এল॥ জী০ ৩২॥

৩৩। দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ॥

৩৩। অন্বয়ঃ নন্দগোপঃ বৃহদ্বনে বহুশঃ অদ্ভুতানি দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ (সন্) ভূয়ঃ (বারম্বারং) বসুদেব বচঃ মানয়ামাস (সত্যমিতি নির্ধারয়ামাস)।

৩৩। মূলানুবাদঃ গোপরাজ নন্দ গোকুলে এইরূপ বহু বহু অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্ময় সহকারে বার বার বসুদেবের কথা সত্য বলে স্বীকার করতে লাগলেন।

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শ্রীনন্দাদয়স্তু যদ্যস্য বালস্যামঙ্গলভবিষ্যত্তদা সর্ব্বে বয়মরিষ্যামৈবেত্যতোঽস্মাকমেবৈতদ্বহুতর সুকৃতফলমিত্যাহুঃ কিমিতি। চীর্ণং কৃতং। পূর্ত্তং ব্যপ্যাদি নির্ম্মণং। ইষ্টং পঞ্চযজ্ঞাদি। যৎ যস্মাৎ তপ আদেঃ। প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ জীবয়ন্নিতি যাবৎ। প্রণয়বতঃ কুর্ব্বন্নিতি বা॥ বি০ ৩২॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শ্রীনন্দাদি গোপগণ বলতে লাগলেন—যদি এই বালকের অমঙ্গল হতো তা হলে আমরা সকলে মরে যেতাম, অতএব ইহা আমাদেরই বহুতর সুকৃতির ফল—এই আশয়ে—কিমিতি। **চীর্ণ**—কৃত। **পূর্ত্তং**—দিঘি-কূপাদি নির্মাণ **ইষ্টং**—পঞ্চযজ্ঞাদি। **যৎ**—যেহেতু, এই তপাদি ফলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হলাম **প্রণয়ন**—করণ, প্রস্তুত করণ এবং জীবন দান—এতদূর পর্যন্ত অর্থ ব্যাপ্তি, এখানে বন্ধুগণকে জীবন দান করতে করতে। অথবা, বন্ধুগণকে প্রণয়বান্ করে তুলতে তুলতে॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং সামান্যতঃ সর্ব্বেষাং শ্রীভগবতি স্নেহভরো দর্শিতঃ, বিশেষতশ্চ শ্রীবল্লবেন্দ্রস্যোৎপাতনির্দ্ধারেণ পুনস্তচ্ছঙ্কয়াসৌ ব্যবর্দ্ধততরামিত্যাশয়েনাহ—দৃষ্ট্বেতি। বহুশঃ ইত্যনেনান্যান্যপি শ্রীভগবতস্তাদৃশানি চরিতানি সূচিতানি চ তানি শ্রীমথুরা-লোক-প্রসিদ্ধানি শ্রীধরাখ্যচ্ছদ্মবিপ্রাভিভবচাতুরীময়াদীনি শ্রীমুনীন্দ্রেণ রাজ্ঞোঽল্পায়ুষ্ট্বেনানুক্তান্যপি জ্ঞেয়ানি; বৃহদ্বন এব, নান্যত্রেতি বিশেষশঙ্কানিদানম্, এবং ব্রজানন্দাৎ পৃথিবীপালনাচ্চ নন্দগোপ ইতি শ্লেষঃ॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে সামান্য ভাবে শ্রীভগবানে সকল ব্রজবাসীর স্নেহাধিক্য দেখান হল। বিশেষত উৎপাত নিশ্চয় করণ হেতু পুনরায় পুত্রের জন্য সেই শঙ্কায় শ্রীবল্লবেন্দ্রের স্নেহাধিক্য অতিশয়রূপে উচ্ছলিত হয়ে উঠল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দৃষ্টেতি। **বহুশো ইত্যাদি**—বহুবহু অদ্ভুত ব্যাপার দেখে—এখানে এই 'বহু' শব্দ প্রয়োগে তাদৃশ অন্যান্য বহু শ্রীভগবৎলীলা সূচিত হল—সেই সব মথুরা-লোক-প্রসিদ্ধ শ্রীধর নামক ছদ্মবিপ্র-অভিভব-চাতুরীময়াদি লীলা শ্রীশুকদেব বলেন নি, রাজা পরীক্ষিতের অল্পায়ু হেতু। **বৃহদ্বনে**—বৃহদ্বনেই বহু অদ্ভুত দেখলেন, অন্যত্র নয়—তাই বৃহদ্বন বিশেষ শঙ্কানিদান বলে পরিচিত হল। **নন্দগোপঃ**—ব্রজের আনন্দ হেতু এবং পৃথিবী-পালন হেতু নন্দগোপ নামের উল্লেখ॥ জী০ ৩৩॥

৩৪। একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা॥
৩৫। পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্॥
৩৬। খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥

৩৪। **অন্বয়** ঃ একদা ভামিনী (যশোদা) অর্ভকং (শ্রীকৃষ্ণং) আদায় অঙ্কং আরোপ্য স্নেহপরিপ্লুতা (পুত্র বাৎসল্যেন বিগলিত হৃদয়া) প্রস্নুতং স্তনং (স্বয়মেব ক্ষরিতং স্তন দুগ্ধং) পায়য়ামাস॥

৩৫-৩৬। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্, [সা] জননী (যশোদা) পীতপ্রায়স্য তস্য (পুত্রস্য) রুচির স্মিতং মুখং লালয়ন্তী জৃম্ভতঃ জৃম্ভাং কুর্বতঃ আস্যং) ইদং খং (আকাশং) রোদসী (স্বর্গং ভূমিঞ্চ) জ্যোতিরণীকং (জ্যোশ্চিক্রং) আশাঃ (দিশঃ) সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীন্ (সূর্যচন্দ্রাগ্নিবায়ু সমুদ্রান্ চ) দ্বীপান্ নগান্ (পর্ব্বতান্) তদ্দুহিতৃঃ (পর্ব্বতকন্যাঃ নদী) বনানি যানি স্থির জঙ্গমাণি (চরাচরাণি) ভূতানি দদৃশে।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ বাৎসল্যরসে নিমজ্জিত ভামিনী একদিন শিশুকে নিজ কোলে টেনে তুলে নিয়ে নিজে নিজেই ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন।

৩৫-৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ পুত্রকে স্তনদান প্রায় শেষ হয়ে এলে যশোদা যখন পুত্রের সহাস সুন্দর মুখখানি আদর করে চুম্বনাদি করছেন, এমন সময় পুত্র হাই তুললে তার উদর মধ্যে তিনি আকাশ-স্বর্গ-মর্ত-জ্যোতিশ্চক্র দশদিক্-সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ু-সপ্তদ্বীপ-পর্বত-নদী-অরণ্য এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্বভূত সমন্বিত বিশ্ব দর্শন করলেন।

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ 'রজস্তমঃস্বভাবং মদ্ভ্রামকং গুরুমানিনম্। নিঘ্নন্নিজান্ বিভর্ম্মীতি তৃণাবর্ত্তদ্রুহানপি॥' অথ পূর্ব্বপূর্ব্বভয়াৎ পুনরনিষ্টাশঙ্কয়া শুষ্যন্তীমিব তাং সান্ত্বয়িতুং লীলাশক্তিরেব তস্মিন্ কঞ্চিৎ প্রভাবং দর্শয়তি—একদেত্যাদিনা। আদায় পল্যঙ্কিকায়াং শয়ানং তং ততো গৃহীত্বা ভূমৌ ক্রীড়ন্তং ততো বা বলাদ্গৃহীত্বা, ভাবিনী স্বভাবতঃ সদ্ভাবযুক্তা, বিশেষতস্তাদৃশপুত্রস্নেহরসেন পরিপ্লুতাত্যন্তং নিমগ্না, অতএব প্রস্নুতং প্রকর্ষেণ বস্ত্রাদ্যার্দ্রীকরণেন সদা ক্ষরৎস্তন্যম্॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ রজস্তমস্বভাব, মদ্ভ্রামক, শ্রেষ্ঠমানী অসুরকে হত্যা করার পর কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, এইবার নিজজনদের সম্মোহিত করব—এইরূপ মনে করে কৃষ্ণ তৃণাবর্ত-দ্রোহকারী হয়েও অন্য একটি মধুর লীলা আরম্ভ করলেন। অতঃপর পূর্ব পূর্ব ভয় হেতু পুনরায় অনিষ্ট আশঙ্কায় যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন, এরূপ মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য লীলাশক্তিই ঐ শিশুর ভিতরে কিঞ্চিৎ প্রভাব দেখাচ্ছেন—'একদা' ইত্যাদি দ্বারা। **অর্ভকম্ আদায়**—'আদায়' শব্দে—পালঙ্কে শয়ান ছিল, সেখান থেকে তুলে নিয়ে। অথবা, ভূমিতে খেলা করছিল সেখান থেকে জোর করে টেনে কোলে

তুলে নিয়ে। **ভাবিণী**—স্বভাবত সদ্ভাবযুক্তা। **স্নেহপরিপ্লুতা**—বিশেষত তাদৃশ পুত্রস্নেহরসে 'পরিপ্লুতা' অত্যন্ত নিমগ্না। অতএব **প্রস্নুতং**—প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ বস্ত্রাদি ভিজিয়ে দিয়ে সদা চুয়ানো স্তন॥

৩৫-৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পীতপ্রায়স্যেতি—পীতা গাবো, বিভক্তা ভ্রাতর ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ; ভাবক্তান্তাৎ পীতং পানং প্রায়মীষদসিদ্ধং যস্যেতি বা। টীকামতে স্তন শব্দলোপোঽত্রার্ষ এব। জননীতি সুতস্যেতি—স্নেহভরং বোধয়তি, তত্র চ রুচিরস্মিত ইতি—পরমসৌন্দর্য্যম্, অতো লালয়ন্তী জৃম্ভমাণস্য তল্লালনং জনিতানন্দভরালস্যেন জৃম্ভাং কুর্ব্বতঃ সতঃ, মুখে মুখবিবরান্তঃ। দ্বিতীয়ান্ত পাঠে মুখং লালয়ন্তীং তদ্দ্বারা জঠরে দদর্শেতি জ্ঞেয়ম্। 'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যাঃ'(শ্রীভা০ ১০।১৪।১৪)ইতি ব্রহ্মস্তুতেঃ; সপ্তম্যন্তঃ পাঠ এব তেষাং সম্মতঃ। অগ্রেঽপি মুখে দর্শনস্য ব্যাখ্যানাদিদমস্মাভির্যদ্দৃশ্যতে, তদেব বিশ্বম্; ন ত্বন্যৎ, তস্য বিগ্রহস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব তত্র বিশ্বস্য সম্পর্কো নাস্তি। তদুক্তং শ্রীভগবদুপনিষৎসু—'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (শ্রীগী০ ৯।৪।৫) ইতি। জগদুদরত্বন্তু তদংশাংশ-গর্ভোদকশায়িন এব, তচ্চ প্রলয়কালে সূক্ষ্মতয়ৈবেতি॥ জী০ ৩৫-৩৬॥

৩৫ ৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পীতপ্রায়স্য—যেমন বলা হয়, লোকটি আগতপ্রায় সেই ভাবেই এখানে 'পীতপ্রায়' অর্থাৎ পান এই শেষ হয়েই গিয়েছে বলতে হয়—ক্রমস দর্ভ—"আগতপ্রায় ইতিবৎ"। **পীতপ্রায়স্য**—পীতং—পানং, প্রায়ম্ ঈষৎ সিদ্ধ হয়েছে যার সেই শিশুর, **জননী, সুতস্য**—এই দুটি শব্দ ব্যবহারে স্নেহাধিক্য বুঝা যাচ্ছে। এর মধ্যেও আবার **রুচিরস্মিত**—এই শব্দে পরম সৌন্দর্য বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং **লালয়ন্তী**—আদরে চুম্বনাদি করতে লাগলেন। **জৃম্ভমানস্য** সেই লালন জনিত আনন্দোচ্ছল আলস্যে হাই তুলতে থাকলে। **মুখে**—মুখ বিবরের মধ্যে। পাঠ যদি 'মুখং' হয়, তাহলে ব্যাখ্যা এরূপ হবে—মুখ চুম্বন করতে লাগলেন—আর মুখ দ্বারে উদর মধ্যে দেখলেন। ব্রহ্মস্তুতিতেও উদর মধ্যে দেখার কথাই আছে, যথা—'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যাঃ'—ভা০ ১০।১৪।১৬। 'মুখে' পাঠই শ্রীধর স্বামিপাদের সম্মত, যেহেতু তিনি এখানে এবং অগ্রেও মুখে দর্শনের কথাই তার ব্যাখ্যায় বলেছেন। **ইদম্**—আমাদের চোখে যে বিশ্বটা দৃশ্য হচ্ছে, তাই। অন্য নয়। তার বিগ্রহের অচিন্ত্য শক্তি-দ্বারা বিশ্ব দৃশ্য হল, এই বিগ্রহের বিভুতা হেতু। অতএব তদ্বিষয়ে বিশ্বের সম্পর্ক নেই। ইহা গীতায় বলা আছে, যথা—'ময়া ততমিদং' ইত্যাদি—শ্রীগী০ ৯।৪।৫। তাৎপর্যার্থ—'এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রিয়াতীত আমার দ্বারা ব্যাপ্ত, কিন্তু আমি তার কিছুতেই অবস্থিত নই। আমার অলৌকিক প্রভাব দেখ ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নয়।' কৃষ্ণের অংশাংশ গর্ভোদকশায়ীরই উদরে জগৎ অবস্থিত থাকে। এ ভাবটি তারই, আর এও প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবেই।

ইদম্—এই বিশ্ব বলতে কি বুঝা যায়, তাই পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে—খমিতি। **খং**—অন্তরীক্ষ **রোদসী**—স্বর্গ মর্ত। এইরূপে স্বর্গ-মর্ত-আকাশ এই লোকত্রয়॥ জী০ ৩৫ ৩৬॥

৩৭ সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।
সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে তৃণাবর্ত্তমোক্ষো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

৩৭। অন্বয় ঃ [হে] রাজন্! মৃগশাবাক্ষী সা (মৃগনয়না যশোদা) বিশ্বং বীক্ষ্য (শিশুমুখে ব্রহ্মাণ্ডং দৃষ্টা) সহসা সঞ্জাত বেপথুঃ (কম্পমানা) নেত্রে সম্মীল্য (মুদিত নয়না সতী) সুবিস্মিতা আসীৎ।

৩৭। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! হরিণ নয়নী যশোদা যুগপৎ পুত্রের মুখে সমস্ত বিশ্ব দেখে কম্পিত দেহা ও অতি বিস্মিতা হয়ে চোখ বুজলেন।

৩৫-৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পীতপ্রায়স্যেতি পীতা গাবো বিভক্তা ভ্রাতর ইতিবং কর্ত্তরি ক্তঃ। স্তনং পীতবৎপ্রায়স্যেত্যর্থঃ। মুখে মুখবিবরান্তঃ। দ্বিতীয়ান্ত পাঠে মুখং লালয়ন্তী তদ্দ্বারা জঠরে দদর্শেবেতি জ্ঞেয়ং। 'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা' ইতি ব্রহ্মস্তুতেঃ। ইদমস্মদ্দৃশ্যং বিশ্বমেব তদীয় বিগ্রহস্য মাতৃক্রোড়গতস্যাপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভূত্বেন সর্ব্ব জগদধিষ্ঠানত্বাৎ। জৃম্ভত ইতি জৃম্ভণোচিত ক্ষণেঽপি সবিশেষ সর্ব্ব বিশ্বদর্শনমচিন্ত্যশক্ত্যৈব নিষ্পাদিতং॥ নগান্ দ্বীপাখ্যাকরান্ জম্বাদি বৃক্ষান্ পর্ব্বতাংশ্চ তদ্দুহিতৃর্নদীঃ॥ বি০ ৩৫-৩৬॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ খম্—অন্তরীক্ষ। **রোদসী**—স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল, এই ত্রিলোক। **পীতপ্রায়স্য**—স্তন প্রায় পান হয়ে গিয়েছে যার সেই শিশুর, **মুখে**—মুখ গহ্বরের মধ্যে। দ্বিতীয়ান্ত পাঠে, মুখ চুম্বন করতে করতে মুখদ্বারে উদর মধ্যে দেখলেন। ব্রহ্মস্তুতিতেও উদর মধ্যে দর্শনের কথাই আছে 'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে' ইত্যাদি বাক্যে। **ইদম্**—আমাদের চোখে দৃশ্য এই বিশ্বই—কারণ মাতৃক্রোড়গত হলেও তদীয় বিগ্রহ অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা বিভুতায় সর্বজগতের আধার। **জৃম্ভিতং**—জৃম্ভনোচিত ঐ ক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যেই সবিশেষ সমস্ত বিশ্ব দর্শন কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি দ্বারাই নিষ্পাদিত হল॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বীক্ষ্য সাক্ষাদ্দৃষ্টা; 'সহসাইকস্মাদ্যুগপচ্চ' ইতি অমরঃ। বিশ্বমেশষং জগদেব ইত্যনুক্তমপি তৎকারণাদিকং সংগৃহীতং, তচ্চাগ্রে পুনর্বিশ্বদর্শনে বৈকারিকাণীত্যাদিনা ব্যঞ্জয়িতব্যম্। সংজাতবেপথুঃ পরমাদ্ভুতত্বেন উৎপাতশঙ্কয়া বা। নেত্রে সংমীল্য তদদর্শনায় নিজাক্ষিণী মুদ্রয়িত্বানেন নিজাভ্যাং বহির্নেত্রাভ্যামেবৈকদৈব তদ্দর্শনং বোধিতম্, ন চ দিব্যাদৃষ্ট্যাদিপ্রাপ্তিঃ, প্রত্যুত ততঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দলক্ষ্ম্যা এব দাসীয়মানা কাচিদিয়মপি শক্তিস্তস্যাং বর্ত্তত ইতি লক্ষ্যতে, নেত্রনিমীলনাদনাদৃত্যৈব সেতি তর্ক্যতে। তদুক্তং নারদ-পঞ্চরাত্রে—'হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥' ইতি তথাপি তদানীমুদ্ভুতত্বাত্তাদৃশলীলোদয়াবসরে স্বদাস্যমেব সফলয়ন্তী বিস্ময়দ্বারা তামাত্মেশ্বরীমুল্লাসয়িতুমেবমনুবর্ত্তত ইতি চ গম্যতে। মৃগশাবাক্ষীতি—মুনেঃ শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্যময়-বিস্ময়-শোভা-বিশেষ-বিরোচমান-তন্মাতৃলোচন-সহজ-সৌন্দর্য্যস্ফুরণোল্লাসময়ং বচনম্॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বীক্ষ্য—সাক্ষাৎ দেখে। **সহসা**—অকস্মাৎ—"সহসা, অকস্মাৎ, যুগপৎ"—অমরকোষ। **বিশ্বং**—অশেষ জগতই—অশেষ জগতই-যে ইহা না বলা হলেও তৎ কারণাদি পূর্বের শ্লোকে সংগৃহীত হয়েছে এবং ইহা অগ্রে পুনরায় বিশ্বদর্শনে 'বৈকারিক' ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে। **সংজাত বেপথু**—মা কাঁপতে লাগলেন—পরম অদ্ভুত দর্শন হেতু; অথবা, উৎপাত শঙ্কা হেতু। **নেত্রে সংমিল্য**—নয়ন নিমীলিত করলেন—এ কথায় বুঝা যাচ্ছে—পূর্বে যেন খোলাই ছিল এবং খোলা নিজের বহির্নেত্রের দ্বারাই একসঙ্গে সারা বিশ্ব দর্শন হয়েছিল। দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্তি হয় নি। প্রত্যুত এর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দ লক্ষ্মীদ্বারা দাসীস্বরূপে নিয়োজিতা কোনও এক শক্তি মা যশোদাতে বিদ্যমান। নেত্র নিমীলন হেতু এরূপ মনে হয়, সেই শক্তির প্রতি অনাদরই—আদর নয়। নারদ-পঞ্চরাত্রেও এরূপ দেখা যায়—"মুক্তি প্রভৃতি সকল সিদ্ধি এবং অদ্ভুত ভুক্তি সমূহ দাসীর মতো পিছে পিছে থাকে হরি ভক্তি মহাদেবীর"। তথাপি সেই সময়ে উদয়-প্রাপ্ততা হেতু তাদৃশ লীলা-উদয় অবসরে ঐ শক্তি নিজ দাস্য সফল করে নেয় এবং বিস্ময় দ্বারা সেই নিজ ঈশ্বরীকে উল্লসিত করবার জন্যই এইরূপ পিছে পিছে থাকে, এইরূপ বুঝা যায়। **মৃগশাবাক্ষীতি**—শ্রীশুক মুনির চিত্তে স্ফূর্তি লাভ করল—মা যশোদার নয়নের শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্যময় বিস্ময়-শোভাবিশেষ—মাতৃলোচনের সহজ সৌন্দর্য স্নিগ্ধতা—সেই স্ফুরণ-উল্লাসময় বাক্য 'মৃগশাবাক্ষী'—মৃগলোচনা ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সহসা অকস্মাৎ যুগপচ্চ। সঞ্জাত বেপথুরুৎপাত শঙ্কয়া। সংমীল্যেতি শ্রীবিষ্ণুধ্যানার্থং ভগবন্নারায়ণ রক্ষ রক্ষ মৎসুতমস্মদুৎপাতাদিতি বিত্রস্ত দৃষ্টিত্বাৎ মৃগশাবাক্ষী। "পূতনাদি বধৈশ্বর্য্যং ন প্রেম সমচূকুচৎ। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ত্তস্মিন্নরিষ্ট প্রতিশঙ্কয়া॥" নন্দভাগ্যাদি হেতুনাং তত্রাভূদ্‌যদি কল্পনং। ততো নির্হেতুরেবেয়মৈশ্বরী শক্তিরাগতা॥ বিভুত্ব দর্শিকা কৃষ্ণদেহস্য স্ফুটমেবহি। তথাপি বিস্মিতৈ বাসীন্মৎপুত্রস্যেদমদ্য কিং॥ নত্বৈশ্যজ্ঞান সম্ভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। নচাত্র সম্ভবেৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববদ্ধেতু কল্পনং॥ তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোর্ম্মিময়মেব হি। ইতি নিষ্কম্পতা প্রেম্নঃ খ্যাপিতা স্যান্মুহুর্মুহুঃ॥ এবঞ্চ—প্রেমদেব্যা পরীক্ষার্থ মাগচ্ছন্ত্যন্তরান্তরা। শক্তিরেষাহরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেদিতি॥ বি° ৩৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

দশমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সহসা—অকস্মাৎ অথবা যুগপৎ। **সঞ্জাত বেপথু**—উৎপাত আশঙ্কায় কম্পের উদয় হল। **সংমীল্য ইতি**—শ্রীবিষ্ণু ধ্যানার্থ চোখ বুজলেন—হে ভগবান্ নারায়ণ এই উৎপাত থেকে আমার পুত্রকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—এইরূপে অতি ত্রাসযুক্ত দৃষ্টি হেতু মৃগশাবাক্ষী—মৃগনয়না। এইরূপে পূতনাদি বধ-ঐশ্বর্য প্রেমকে সঙ্কোচিত করতে পারে নি। প্রত্যুত প্রেমসমুদ্রে উচ্ছাসই উঠেছিল অরিষ্ট আশঙ্কা রূপ ঝড়ে। সেখানে নন্দাদির ভাগ্যেই বেঁচে গেল, এরূপ কল্পনা তবুও হয়েছিল। এখানে কিন্তু তার থেকেও নির্হেতুক এই ঐশ্বরী শক্তি এল, কৃষ্ণ দেহের বিভুত্ব দেখালো

অতি পরিষ্কার ভাবে, তথাপি মা যশোদা বিস্মিত মাত্র হলেন, আমার পুত্রের আজ এ কি হল, এই মনে করে। আর কিছু নয়। পরমেশ্বর-জ্ঞান সম্ভ্রমে বাৎসল্যে শিথিলতা এল না। এখানে কিছু হেতুর কল্পনাও সম্ভব হল না। এখানে যে বিস্ময়, তাও গাঢ় প্রেমের ঊর্মিময় নিশ্চয়। এইরূপে প্রেমের নিষ্কম্পতা মুহুর্মুহু প্রচারিত হল। এইরূপে দেখা যায়—'প্রেমদেবীকে পরীক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে শ্রীহরির শক্তি এসে উপস্থিত হন কিন্তু যশোদাদেবী তাকে দাসী বানিয়ে নেন ॥ বি০ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-সপ্তম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।